গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়
রংপুর বিভাগ, রংপুর
বাসা নং-১৮৩, রোড নং-০৩
রাধাবল্লভ, রংপুর-৫৪০০।

স্মারক নং-৪৭.৬১.০০০০.৩২১.১৮.০০২.১৫-৫৫০ তারিখ :- ২৫/০৩/২০১৯ খ্রিঃ।

বিষয় : ইনোভেশন সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র : সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকার স্মারক নং-৪৭.৬১.০০০০.০৪৪.০০৬.১৩.১৯/১০২
তারিখ :- ২০/০৩/২০১৯ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, রংপুর এর আওতাধীন ইনোভেশন সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য প্রেরিত ছক মোতাবেক সদয় অবগতির জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত : বর্ণনামতে ১৫ (পনের) পাতা।

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ আমীর আজম)
যুগ্ম নিবন্ধক
বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়
রংপুর বিভাগ, রংপুর।
ফোন : ০৫২১-৫৫৭৪২
jr_rangpur@yahoo.com

প্রাপক,
নিবন্ধক ও মহাপরিচালক
সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণ : যুগ্ম নিবন্ধক (অ: দা:) (এম আই এস)
ও
ইনোভেশন অফিসার
সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।

# রংপুর বিভাগের ইনোভেশন সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য :

| ক্র. নং | উদ্ভাবনের নাম | উদ্ভাবকের নাম,ঠিকানা, পদবী, ইমেইল ও মোবাইল নং | উদ্ভাবনের ধরন (পাইলটিং/ রেপ্লিকেটিং/ এসপিএস) | উদ্ভাবকের প্রশিক্ষণ গ্রহণ সংক্রান্ত (২দিন/৩দিন/৫দিন) \| | বর্তমান অগ্রগতি প্রতিবেদন (সংযুক্ত নির্ধারিত ছকে, নিকস ফন্টে সফট কপি ও পিডিএফ কপি) | বিভাগের মেন্টরের নাম, ঠিকানা, পদবী, ইমেইল ও মোবাইল নং |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | সমিতি নিবন্ধন সহজীকরণ ও টেকসই সমবায় সমিতি গঠন | মোঃ মামুন কবীর<br>উপজেলা সমবায় অফিসার, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়।<br>মোবাইল নং- ০১৭১৫১৫৩২৭৫<br>ইমেইল-<br>mamunkabir72@ gmail.com | পাইলটিং | এটুআই হতে ইনোভেশন ট্রেনিং-০৫, ০৩ ও ০২ দিনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা হয়েছে। | সংযুক্ত | জনাব মোহাম্মদ আমীর আজম<br>যুগ্ম-নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, রংপর বিভাগ, রংপুর।<br>ই-মেইল:<br>jr_rangpur@yahoo.com.<br>মোবাইল নং<br>০১৭৭৭-৩৩০৭৩৮ |
| ২. | "চাহিদা ভিত্তিক ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ প্রদান"। | | | | | |
| ৩. | "সমবায়ীদের উৎপাদিত পন্য ন্যায্য মূল্য বাজারজাতকরণ"। | | | | | |
| ৪. | "সমবায়ের মাধ্যমে চা চাষ ও চা কারখানা স্থাপন " | মোঃ মোস্তফা কামাল<br>উপজেলা সমবায় অফিসার, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।<br>মোবাইল নং- ০১৭১৪-৫৫৮১৪১<br>ইমেইল-tcodebiganj@gmail.com, | পাইলটিং | যুগ্ম-নিবন্ধকের কার্যালয়, রংপুর এ ০১ দিন। | সংযুক্ত | |
| ৫. | অনাবাদী জমিতে সমবায় সমিতির মাধ্যমে চা-পাতা উৎপাদনে সহায়তা করন। | মোঃ ফারুক হোসেন<br>উপজেলা সমবায় অফিসার, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়।<br>মোবাইল নং ০১৭১৮৯৭০৩৩৯<br>ইমেইল-somtetu2017@gmail.com | পাইলটিং | প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ইনোভেশন ট্রেনিং-০৫ দিন ও ০৩ দিনব্যাপী একবার করে।<br>যুগ্ম-নিবন্ধকের কার্যালয়, রংপুর এ ০১ দিন। | সংযুক্ত | |
| ৬. | যোগ্য নেতৃত্ব সমিতির স্থায়ীত্ব। | মো. তহিদুজ্জমান খন্দকার<br>জেলা সমবায় অফিসার (ভা.), রংপুর।<br>ফোন নং-০৫২১-৬২৪১৭<br>০১৭১১০৭৭২৪৬ | পাইলটিং | ১। আরপিটিসি, রাজশাহী ০৫দিন মেয়াদী<br>২।পিএটিসি ০৩দিন মেয়াদী।<br>৩। ডিসি অফিস গাইবান্ধা ০৩দিন মেয়াদী। | সংযুক্ত | জনাব মোহাম্মদ আমীর আজম<br>যুগ্ম-নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, রংপর বিভাগ, রংপুর।<br>jr_rangpur@yahoo.com.<br>০১৭৭৭-৩৩০৭৩৮ |
| ৭. | সমবায় পন্যের বাজার ও ই-কমার্স সৃষ্টির মাধ্যমে সমবায়ীদের আর্থিক উন্নয়ন। | মোঃ আবতাবুজ্জামান<br>উপজেলা সমবায় অফিসার, গংগাচড়া, রংপুর,<br>ucogangachara@gmail.com<br>০১৭১২৯৩১৫৬৬ | পাইলটিং | এটুআই হতে ইনোভেশন ট্রেনিং ২ দিন | সংযুক্ত | জনাব মোহাম্মদ আমীর আজম<br>যুগ্ম-নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, রংপর বিভাগ, রংপুর।<br>jr_rangpur@yahoo.com.<br>০১৭৭৭-৩৩০৭৩৮ |
| ৮. | পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়নের লক্ষ্যে উৎপাদনমূখী সমবায় সমিতি গঠন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি। | মোঃ মাসুদ রানা<br>উপজেলা সমবায় অফিসার<br>উপজেলা সমবায় কাযালয় , মিঠাপুকুর,রংপুর।<br>মোবাইল নম্বরঃ০১৭১৮৭৬৪৪৩৩ | পাইলটিং | ০১দিন মেয়াদী বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, রংপুর। | সংযুক্ত | মো. তহিদুজ্জমান খন্দকার<br>জেলা সমবায় অফিসার রংপুর।<br>dcorangpur@gmail.com.<br>০১৭১১০৭৭২৪৬ |
| ৯. | সমবায় ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ( www.coopmanagedev.com ) শীর্ষক একটি সফটওয়ার তৈরী। | মো: আব্দুস সবুর,<br>উপ-সহকারী নিবন্ধক ,জেলা সমবায় কার্যালয়,নীলফামারী ও জেলা সমবায় কর্মকর্তা ( ভা:প্রা: ),নীলফামারী।<br>sabur7864@gmail.com<br>০১৭১৬-৩৩৪৫৮০ | পাইলটিং ও রেপ্লিকেটিং | ১) ০৫ দিন,রংপুর, এ্যাসোড (a2i)<br>২) ০২ দিন,রংপুর,এ্যাসোড (a2i)<br>৩) ০২ দিন, সাভার,বিপিএটিসি (a2i), ভিডিও ক্লিপস তৈরী। | সংযুক্ত | জনাব মোহাম্মদ আমীর আজম<br>যুগ্ম-নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, রংপর বিভাগ, রংপুর।<br>jr_rangpur@yahoo.com.<br>০১৭৭৭-৩৩০৭৩৮ |

# আইডিয়া নং- ০১
# বর্তমান অগ্রগতি প্রতিবেদন

১। প্রকল্পের নাম (পাইলটিং): **সমিতি নিবন্ধন সহজীকরণ ও টেকসই সমবায় সমিতি গঠন**

২। বাস্তবায়নকারীর নাম, পদবি, কর্মস্থল ও ফোন নং:

| | |
|---|---|
| ১। নাম | মোঃ মামুন কবীর |
| ২। পদবী | উপজেলা সমবায় অফিসার |
| ৩। কর্মস্থল | উপজেলা সমবায় কার্যালয়, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়। |
| ৪। ফোন | ১) অফিস : ০৫৬৮-৬১৯৬৪ । |
| | ২) মোবাইল: ০১৭১৫-১৫৩২৭৫ । |

৩। প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

সমবায় বিভাগ যে সমস্ত সেবা জনগণকে দিয়ে থাকে তার মধ্যে অন্যতম হলো সমবায় সমিতির নিবন্ধন। কিন্তু মাঠ পর্যায়ে নিবন্ধন সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র অপ্রতুলতা এবং নিবন্ধন সংক্রান্ত বিষয়ে সেবা গ্রহিতার অজ্ঞতা থাকার কারণে দালালের মাধ্যমে নিবন্ধন সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র প্রস্তুত করে নেয়ার ফলে (ক) অধিক সময়, (খ) অপ্রত্যাশিত অর্থ ব্যয় এবং ১৫ থেকে ২০ যাতায়াত করে হয়রানী স্বীকার হন। অন্যদিকে দালালের মাধ্যমে রেকর্ডপত্র প্রস্তুত করার ফলে সমিতি গঠনের শুরুতেই গণতান্ত্রিক/সদস্যদের সরাসরি অংশগ্রহণ মূলক পদ্ধতিতে গঠন না হওয়ায় সমিতিগুলো টেকসই হচ্ছে না। কাজেই উল্লিখিত সমস্যা সমাধান কল্পে "নিবন্ধন সহজীকরণ এবং টেকসই সমিতি গঠন" নামে একটি "নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন" প্রকল্প গ্রহন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৪। প্রকল্পটি গ্রহণের প্রেক্ষাপট:

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রামের যৌথ উদ্যোগে রংপুর বিভাগের "এসোড" ট্রেনিং সেন্টারে আমি ০৫(পাঁচ) দিন ব্যাপী "নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন" বিষয়ক কর্মশালায় অংশগ্রহন করি। উক্ত কর্মশালায় আমার সমবায় বিভাগের সেবা সমূহ পর্যালোচনা এবং মাঠ পর্যায়ের পঞ্চগড় সদর উপজেলায় যোগদানের পর অভিজ্ঞতায় দেখতে পাই, পঞ্চগড় সদর উপজেলায় মোট ৩১৪টি সমবায় সমিতির মধ্যে মাত্র ১৪৮টি কার্যকর। অর্থাৎ ৫৩% সমিতি অকার্যকর। আবার কার্যকর ১৪৮টি সমিতির মধ্যে টেকসই বা "এ" গ্রেডের সমিতির সংখ্যা খুবই নগণ্য। এছাড়াও কার্যকর ১৪৮টি সমিতির মধ্যে হয়তো আগামী বছরে অনেকগুলো সমিতি অকার্যকর হয়ে যাবে। কাজেই কেন সমবায় সমিতিগুলো টেকসই হচ্ছেনা তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিভিন্ন অকার্যকর সমিতির প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের নিবিড় আলোচনাক্রমে বিভিন্ন সমস্যার বিষয়গুলো জানতে পারি। তার মধ্যে একটি বাস্তব উধাহরন নিম্নে দেয়া হলো:

**"একদিন সততা সমিতির** 3/4**জন সদস্য স্থানীয় এমপি। নিকট ৫টন টি.আর অনুদানের জন্য আবেদনসহ উপস্থিত হন। তখন এমপি মহোদয় জানালেন তাদের সমিতিটি নিবন্ধন না হওয়ায় অনুদান দেয়া সম্ভব হবে না। এরপর** উক্ত অনুদান প্রাপ্তির জন্য **তারা দালালের মাধ্যমে ৩ মাস পর ২০ বার যাতায়াত করে (তাদের সমবায় সমিতি নিবন্ধন সংক্রান্ত বিষয়ে অজ্ঞতার কারনে) একটি কমোন ফরমেটে ২০,০০০.০০ টাকা খরচ করে সমবায় বিভাগ হতে নিবন্ধন করে নেন। কিন্তু ততদিনে এমপি মহোদয়ের অনুকুলে সব বরাদ্দ অন্যান্যদের দিয়ে শেষ করে ফেলেছেন। ফলে তাদের সমিতি নিবন্ধনের উদ্দেশ্য সফল না হওয়ায় সমিতিটি ধীরে ধীরে অকার্যকর হয়ে পড়ে। নিবন্ধনের সময় সদস্যদের নিকট আদায়কৃত অবশিষ্ট ৩০,০০০.০০ টাকা ব্যবস্থাপনা কমিটির ২জন সদস্য আত্মসাত করেন।"**

৫। প্রকল্প গ্রহণ পূর্ব বিদ্যমান সমস্যা:

**ক) মাঠ পর্যায়ে নিবন্ধন সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র অপ্রতুলতা থাকায় অধিক মূল্য দিয়ে ক্রয় করা; (প্রতি উপজেলা/জেলায় ৯৯% ভাগ ক্ষেত্রে নিবন্ধন সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র একজনের নিকট কক্ষিগত থাকে বিধায় তিনি রেকর্ডপত্রের মূল্য ১০ থেকে ১০০ গুন পর্যন্ত বেশী মূল্য নেন);**

**(খ) সমিতির উদ্দোক্তাগণের সমবায় আইন, বিধি, নিবন্ধন নীতিমালা এবং নিবন্ধন সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র প্রস্তুত করার বিষয়ে অজ্ঞতা থাকায় দালালের সহযোগীতা নেয়ার ফলে (ক) অধিক সময় ব্যয় হয় (১ থেকে ৩ মাস), (খ) অপ্রত্যাশিত অর্থ ব্যয় (বিভিন্ন ক্ষেত্রে ১৫,০০০.০০ থেকে ২০,০০০.০০ টাকা) (গ) অধিক যাতায়াত (১৫ থেকে ২০ বার) যাতায়াত করতে হয়;**

**গ) মধ্যসত্বভোগী/দালালদের দৌরাত্ব**;

ঘ) **সেবা গ্রহিতার সমবায় সংক্রান্ত প্রকৃত ধারনার অভাব**;

(ঙ) পেশা অনুযায়ী সমিতির সদস্যগণ তাদের পেশার বিষয়ে কোন প্রশিক্ষণ না পাওয়া;

(চ) সমিতি গঠনের শুরুতে গণতান্ত্রিক/সদস্যদের সরাসরি অংশগ্রহন মূলক পদ্ধতিতে প্রথম ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন না হওয়া, সমিতি কি উদ্দ্যেশে গঠিত হচ্ছে তা নির্দিষ্ট না থাকা, সমিতির উপ-আইনে সমিতি গঠনের উদ্দেশ্য সমূহ কতদিনে বাস্তবায়ন করবে তা নির্দিষ্ট না থাকা, উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন না হওয়া এবং সমিতির লভ্যাংশ বিতরণের সুস্পষ্ট নীতিমালা না থাকা; এবং

(ছ) স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/জনপ্রতিনিধিদের সমবায় সমিতি সর্ম্পকে প্রকৃত ধারণা না থাকা।

৬। প্রকল্প গৃহীত সমাধান:

**ক) সেবা গ্রহিতা কর্তৃক ইউনিয়ন পরিষদের ডিজিটাল সেন্টার হতে অনলাইনে মাধ্যমে অথবা স্ব-শরীরে উপজেলা সমবায় অফিসার বরাবর "সমবায় সমিতি নিবন্ধনের " জন্য আবেদন করা;**

**খ) প্রাপ্ত আবেদন মোতাবেক উপজেলা সমবায় অফিসার টেলিফোনে সমিতির পেশা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তা ও স্থানীয় চেয়াম্যান এবং সংশ্লিষ্ট সমিতির উদ্দ্যোক্তাদের সাথে আলোচনা করে ২(দুই) কর্মদিবসের মধ্যে নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষণের দিন ধার্য করে সকলকেই টেলিফোন ও পত্রের মাধ্যমে অবহিত করা;**

**গ) প্রশিক্ষণের নির্ধারিত দিনের শুরুতেই সমিতির শ্রেণী অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পেশার সরকারী কর্মকর্তা (কৃষি, প্রাণী সম্পদ, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি বিভাগের কর্মকর্তা) কর্তৃক সমিতির সদস্যদের পেশাগত সমস্যার উপর পরামর্শ প্রদানের ব্যবস্থা করা;**

*N)* **নিবন্ধন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় রেকর্ডপত্র বিনামূল্যে সরবরাহ করে উপস্থিত সদস্যদের সরাসরি অংশগ্রহণ মূলক পদ্ধতিতে প্রথম ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন, সমিতি কি উদ্দ্যেশে গঠিত হচ্ছে এবং উদ্দ্যেশ্য সমূহ কতদিনে বাস্তবায়ন করবে, লভ্যাংশ বিতরণের সুস্পষ্ট নীতিমালা নির্দিষ্ট করা এবং সমিতির রেকর্ডপত্র প্রস্তুতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা;**

**ঙ) সমিতি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত রেকর্ডপত্র উপজেলা সমবায় কার্যালয়ে দাখিল;**

**চ) উপজেলা সমবায় অফিসার কর্তৃক সরকারী কর্মসূচী আওতাভুক্ত সমিতি ১ থেকে ২ কর্মদিবসের মধ্যে নিবন্ধন প্রদান এবং ই-মেইল/মোবাইল ম্যাসেজ/ টেলিফোনে অবহিত করে অফিস সহায়কের(এম.এল.এস.এস) মাধ্যমে নিবন্ধন সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সমিতিতে পৌছানো। নিবন্ধন পরবর্তী ৫ কর্মদিবসের মধ্যে নিবন্ধন পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষন প্রদান ও সমিতিতে নিয়মিত নিবিড়ভাবে তদারকি করণ;**

**ছ) অন্যান্য সমিতির ক্ষেত্রে ইনোভেশন সংক্রান্ত প্রতিবেদনসহ জেলা সমবায় কার্যালয়ে নিবন্ধন সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র প্রেরণ এবং জেলা সমবায় অফিসার কর্তৃক নিবন্ধন প্রদান। এরপর ই-মেইল/মোবাইল ম্যাসেজ/ টেলিফোনে অবহিত করে অফিস সহায়কের(এম.এল.এস.এস) মাধ্যমে নিবন্ধন সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সমিতিতে পৌছানো। নিবন্ধন পরবর্তী ৫ কর্মদিবসের মধ্যে নিবন্ধন পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষন প্রদান ও সমিতিতে নিয়মিত নিবিড়ভাবে তদারকি করণ;**

৭। প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকাঃ

সমগ্র পঞ্চগড় সদর উপজেলার ১০(দশ)টি ইউনিয়ন ব্যাপী।

৮। প্রকল্প উপকারভোগীঃ

১. উপকারভোগী কারাঃ 20টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি।

২. সংখ্যাঃ ২৪২৬ জন প্রাপ্ত বয়স্ক জনগণ।

৩. নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ও সুবিধা বঞ্চিতদের জন্য প্রকল্পসৃষ্ট সুবিধাঃ

অত্র প্রকল্পের ২৪২৬ জন সুবিধাভোগী মধ্যে ৪৭০ জন মহিলা রয়েছেন, যারা সমিতির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিকভাবে উপকৃত হয়েছেন। এরমধ্যে সমিতির প্রকল্পে প্রায় ২০০জন মহিলার কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা কর্তৃক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে মা ও শিশু বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

৯। প্রকল্পের আওতাভুক্ত সদস্য সংখ্যাঃ

2426 জন

১০। প্রকল্পের গৃহীত সমাধানের ফলে অর্জিত ফলাফল:

| প্রত্যাশিত ফলাফল (TCV এর আলোকে | অর্জিত ফলাফল |
|---|---|
| ক) সময় (T) : ১0 থেকে 20 দিন | 05 থেকে 10 দিন |
| খ) খরচ (C) : 3000.00 টাকা | ১২০০/- থেকে ১৫০০/ টাকা। |
| গ) যাতায়াত (V): ৪ থেকে ৫ বার | ১ থেকে ২ বার |
| ঘ) অন্যান্য প্রত্যাশিত ফলাফল | ➢ **নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষনের ফলে সর্বনিম্ন ৪৮ থেকে সর্বোচ্চ ১৪১ জন কৃষক তাদের কৃষি বিষয়ক সমস্যা উপর পরামর্শ এবং বিনামূল্যে মেডিসিন/তিল/টমোটো চারা ও অন্যান্য সামগ্রী পেয়েছেন;**<br>➢ **সমিতির সদস্যগণ তাদের উৎপাদিত শস্য সমিতির মাধ্যমে ঢাকাসহ অন্যান্য স্থানে বিক্রি করায় বর্তমানে ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন;**<br>➢ **নিবন্ধনের পূর্বে সর্বমোট ২৪২৬ জন কৃষক নিজেদের প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ গ্রহন করায় (২৪২৬জন X ৩০০.০০ টাকা) =7,27,800.০০ টাকা করে সমবায় বিভাগের অনুরুপভাবে কৃষি বিভাগের 7,27,800.০০ টাকা সাশ্রয় হয়েছে।**<br>➢ **সমিতির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২০ জন প্রকল্পের কাজ করার জন্য প্রায় ২০০ জনের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান এবং পরোক্ষভাবে ৪০০/৫০০ জনের আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।**<br>➢ **সমিতির অফিস ঘরসহ অন্যান্য সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে।**<br>➢ **যেখানে বিদ্যমান সেবা ব্যবস্থায় পঞ্চগড় সদর উপজেলার ৩১৪টি নিবন্ধিত সমিতির বছরে ৫০/৬০ জন সদস্য প্রশিক্ষন পান, সেখানে অত্র প্রকল্প গ্রহণ করায় এবং নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষণ প্রদান করায় ২৪২৬জন সদস্যই সমবায় কি? সমবায় আইন, বিধি ও সমিতি পরিচালনার নিয়মাবলী সর্ম্পকে অবহিত হয়েছেন।** |

১১। প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহ/ অর্থের উৎস্য:

ক। উপজেলা সমবায় কার্যালয়, পঞ্চগড় সদর এর জনবল, অফিসের টেলিফোন ও ইন্টারনেট ব্যবহার করা হয়েছে।

খ। কোন প্রকার সম্মানী প্রদান না করে ব্যক্তিগতভাবে সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাসহ অন্যান্য সরকারী বিভাগের কর্মকর্তা, স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, জনপ্রতিনিধিদের নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষন অনুষ্ঠানে উপস্থিত করে সেবা গ্রহিতাকে সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে;

গ। সরকারী ও স্থানীয়ভাবে প্রয়োজনীয় সম্পদ ও অর্থ সংগ্রহ করতে না পেরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগত অর্থ ও সম্পদ ব্যবহার করা হয়েছে:

১) নিজেই সেবা গ্রহিতার আবেদন প্রস্তুত করে দিয়েছি;
২) ব্যক্তিগত মোবাইল ফোন ব্যাবহার করেছি;
৩) ব্যক্তিগত মটরসাইকেল, ল্যাপটপ, মডেম ব্যবহার করেছি;
৪) ব্যক্তিগত অর্থে ব্যানার প্রস্তুত, সমিতির রেকর্ডপত্র প্রস্তুত এবং রেকর্ডপত্র ক্রয় করে সেবা গ্রহিতাকে বিনামূল্যে সরবরাহ করেছি;

১২। প্রকল্প বাস্তবায়নে কি ধরনের ঝুকি/চ্যালেঞ্জ ছিল ও কিভাবে তা সমাধান করা হয়েছে:

| অসুবিধা / চ্যালেঞ্জ | কীভাবে তা সমাধান করা হয়েছে |
|---|---|
| ১। স্থানীয় দালালের দৌরাত্ব | ১। নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করায় সেবাগ্রহিতাকে সরাসরি ইনোভেশন প্রকল্পের দলনেতার সাথে যোগাযোগ করতে হয় বিধায় দালালের কাছে গিয়ে কোন লাভ হয়নি;<br>২। ইনোভেশন প্রকল্পের দলনেতা কর্তৃক সমিতির নিবন্ধন সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র প্রস্তুত এবং বিনামূল্যে রেকর্ডপত্র সরাসরি সেবাগ্রহিতাকে সরবরাহ করা হয় বিধায় বর্তমানে কেহ দালালের কাছে যেতে চায় না;<br>৩। নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে জেলা সমবায় অফিসারসহ সমবায় বিভাগের নিবন্ধন সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে উপস্থিত থাকে বিধায় দালালগণ এখানে কোন সুযোগ পায়নি। |
| ১। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, উপজেলা নিবার্হী অফিসার, বিভিন্ন সরকারী কর্মকর্তাদের উপস্থিতি ও সম্মানী সংক্রান্ত | ব্যক্তিগতভাবে সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে এবং প্রধামন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই এর ইনোভেশন প্রকল্প বিষয়টি সবিনয়ের সাথে বুঝিয়ে। |
| ২। মটর সাইকেল, ল্যাপটপ, মডেম, ব্যানার, নিবন্ধন সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র প্রস্তুত এবং বিনামূল্যে রেকর্ডপত্র সরবরাহ | ১। ব্যক্তিগত মটর সাইকেল, ল্যাপটপ, মডেম ব্যবহার করা হয়েছে।<br>২। নিবন্ধন সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র ব্যক্তিগত ল্যাপটপে কাজ করে অফিসের প্রিন্টারে প্রিন্ট দেয়া হয়েছে;<br>৩। ব্যক্তিগত অর্থে ব্যানার প্রস্তুত এবং নিবন্ধন সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র ক্রয় করে সমিতিকে বিনামূল্যে দেয়া হয়েছে। |
| ৩। মাল্টিমিডিয়া ও সাউন্ড সিষ্টেম | ব্যক্তিগত সম্পর্ক উন্নয়ন করে ইউনিয়ন পরিষদের ডিজিটাল সেন্টারের মাল্টিমিডিয়া ও সাউন্ড সিষ্টেম বিনামূল্যে ব্যবহার করা হয়েছে। |
| ৪। প্রশিক্ষণের জন্য সমিতির কার্যালয়ে সকল সদস্যদের স্থান সংকুলান। | প্রশিক্ষণের জন্য সমিতির কার্যালয়ে সকল সদস্যের স্থান সংকুলান না হওয়ায় ব্যক্তিগত সম্পর্ক উন্নয়ন করে ইউনিয়ন পরিষদের হলরুম, স্কুলের মাঠ ব্যবহার করা হয়েছে। |
| ৫। সদস্যদের আপ্যায়ন ও সম্মানী | যেহেতু নিজেদের প্রয়োজনে সমিতি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে, সেহেতু সদস্যগণ আপ্যায়ন ও সম্মানী দাবী করেন নি। বরং স্বর্তস্ফুতভাবে উক্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করেছে। |
| ৬। সহকর্মীদের আন্তরিকতার অভাব | ব্যক্তিগতভাবে সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে এবং প্রধামন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই এর ইনোভেশন প্রকল্প বিষয়টি সবিনয়ের সাথে বুঝিয়ে। |

১৩। টেকসইকরণ: (প্রকল্পটি দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই হতে পারে কি? কীভাবে সেটা সম্ভব? এবিষয়ে বাস্তবায়নকারীর সুপারিশ)

ক) প্রকল্পটি দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই হতে পারে কি?

হ্যা, প্রকল্পটি অবশ্যই দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই হতে পারে।

খ) কীভাবে সেটা সম্ভব? এবিষয়ে বাস্তবায়নকারীর সুপারিশ:-

১) ব্যক্তিগত অর্থ ব্যবহার করে দীর্ঘ মেয়াদে নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান আয়োজন করা বাস্তবিক অর্থে অসম্ভব। কিন্তু বর্তমানে সমবায় অধিদপ্তর হতে প্রতি বছর নিবন্ধিত সমবায় সমিতির সদস্যদের প্রশিক্ষনের বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয়ে থাকে। সে ক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তর হতে

উক্ত প্রশিক্ষণ বরাদ্দ আদেশের মধ্যে "নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের জন্য উক্ত বরাদ্দ হতে খরচ করা যাবে" মর্মে একটি লাইন উল্লেখ করলে আর্থিক সমস্যার সমাধান হবে।

২) সমবায় অধিদপ্তর হতে সমবায় সমিতি নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও প্রদান বাধ্যতামুলক করে একটি সার্কুলার জারী করা;

৩) তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/সমবায় অধিদপ্তর/স্থানীয় জেলা প্রশাসন/উপজেলা পরিষদ এর এডিপি হতে মটর সাইকেল, ল্যাপটপ, মডেম, মাল্টিমিডিয়া, সাউন্ড সিষ্টেম সরবরাহ করা;

৪) যেহেতু বর্তমান সরকারের উদ্দ্যেশ্য হলো জনগণের দোড়গোড়ায় সেবা পৌছানো। সেহেতু নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে তার বিভাগের সেবা সম্পর্কিত সমস্যার উপর সমাধান দিলে সমবায় বিভাগের সেবার পাশাপাশি অন্য একটি বিভাগের সেবা পাওয়ায় জনগণ আরো বেশী উপকৃত হবে। সে লক্ষ্যে নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষন অনুষ্ঠানে থেকে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সহযোগিতার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে সকল জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার কে পত্র দেয়া;

১৪। প্রকল্পটি থেকে শিক্ষণীয়:

সমবায় বিভাগ হতে নিবন্ধিত সমবায় সমিতিগুলোর সদস্যদের ১% থেকে ৫% সদস্যকে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। বাকী ৯৯% থেকে ৯৫% সদস্য স্থানীয় সমবায় অফিসে এসে অধিক সময়, অর্থ ও যাতায়াত করে সমিতি পরিচালনার জন্য সমবায় আইন, বিধি ও অন্যান্য বিষয়ে জেনে যান। সে ক্ষেত্রে নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষন দিলে সমিতির সকল সদস্যই প্রশিক্ষণ পাবে এবং সমিতি পরিচালনার বিষয়ে অজ্ঞতা থাকবে না। ফলে প্রকৃত সমবায় চর্চা হবে। কাজেই নিবন্ধনের পূর্বেই সমবায় সমিতিগুলো প্রশিক্ষণ প্রয়োজন বেশী, নিবন্ধনের পরে নয়।

১৫। বৃহত্তর মাত্রায় বাস্তবায়ন যোগ্যতা**: (**প্রকল্পটি কি সারাদেশে বাস্তবায়ন যোগ্য যদি বাস্তবায়নযোগ্য হয়, তা হলে কিভাবে**)**

হ্যা, প্রকল্পটি সারাদেশে বাস্তবায়ন যোগ্য। কেননা সমস্যাটি যদিও স্থানীয়ভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে সমস্যাটি সারাদেশ ব্যাপী। এ ক্ষেত্রে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ/সমবায় অধিদপ্তর থেকে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নেয়া হলে সারাদেশে বাস্তবায়ন যোগ্য হবে:

ক) প্রকল্পটি সারা দেশে বাস্তবায়নে আদেশ বা পরিপত্র জারী করা;

খ) প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান করা;

গ) সকল জেলা/উপজেলা সমবায় কর্মকর্তাদের ০১(এক) দিনের কর্মশালা আয়োজন করা;

মন্তব্য:

**অত্র প্রকল্পটি সম্পূর্ণ নিজ উদ্দ্যোগে, ব্যক্তিগত অর্থ ব্যাবহার এবং বিভিন্ন সরকারী কর্মকর্তা, স্থানীয় চেয়ারম্যান এর সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক উন্নয়ন ও যোগাযোগ করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ফলে সেবাগ্রহিতার দোড়গোড়ায় প্রশিক্ষন অনুষ্ঠান আয়োজন করায় একদিকে সেবাগ্রহিতার সময়, ব্যয় ও যাতায়াত দৃশ্যমান সাশ্রয় হয়েছে। অন্যদিকে একই অনুষ্ঠানে অন্য সরকারী বিভাগের সেবা পেয়ে উপকৃত হচ্ছেন।**

উপসংহার:

**সমবায় সমিতি নিবন্ধনে আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্পভুক্ত সমিতিগুলো নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষণ পাওয়ায় প্রেক্ষিতে সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং টেকসই দিকে যাচ্ছে।**

প্রকল্প বাস্তবায়নে অংশীজনদের ভূমিকা**:**

| অংশীজন | ভূমিকা |
|---|---|
| ১। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড় | নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সমিতির সদস্যদের বিভিন্ন সহযোগিতা প্রদান করা; |
| ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড় | নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সমিতির সদস্যদের বিভিন্ন সহযোগিতা প্রদান করা; |
| ৩। জেলা সমবায় কর্মকর্তা, পঞ্চগড়। | নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সমিতিটি ০১(এক) কর্মদিবসের মধ্যে নিবন্ধনের আশ্বাস ও নিবন্ধন প্রদান; |
| ৪। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড় | নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সমিতির সদস্যভুক্ত কৃষকদের কৃষি বিষয়ক সমস্যার উপর সমাধান ও বিনামূল্যে কীট নাশক সরবরাহ করা; |
| ৫। উপজেলা প্রকৌশলী, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড় | নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সমিতির দ্রুত বাঁধ ও অফিস নির্মাণের সমস্যার উপর সমাধান করা; |
| ৬। উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড় | নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সমিতির সদস্যদের হাঁস, মুরগী, গুরু, ছাগল ও অন্যান্য প্রাণী সম্পদ বিষয়ক সমস্যার উপর সমাধান করা; |
| ৭। উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড় | নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সমিতির সদস্যদের মৎস্য চাষ বিষয়ক সমস্যার উপর সমাধান করা; |
| ৮। পাট অধিদপ্তর | প্রতি সমিতিকে বিনামূল্যে ১০ কেজি করে পাট বীজ সরবরাহ করা; |
| ৯। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়। | নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সমিতির সদস্যদের মা, শিশু ও পরিকল্পিত পরিবার গঠনের সমস্যার উপর সমাধান; |
| ১০। পঞ্চগড় সদর উপজেলার ১০টি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান | নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে প্রস্তাবিত সমিতি এবং উপস্থিত সদস্যদের বিভিন্ন প্রত্যয়ন ও অন্যন্যা সাহায্য প্রদান; |
| ১১। পঞ্চগড় সদর উপজেলার ১০টি ইউনিয়ন পরিষদের ডিজিটাল সেন্টারের উদ্দ্যোক্তা। | নিবন্ধনের পূর্বে প্রশিক্ষন জন্য আবেদন প্রস্তুত ও উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা; |

## আইডিয়া নং- ০২

## বর্তমান অগ্রগতি প্রতিবেদন

১। প্রকল্পের নাম (পাইলটিং): **"চাহিদা ভিত্তিক ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ প্রদান"।**

২। বাস্তবায়নকারীর নাম, পদবি, কর্মস্থল ও ফোন নং:

| | |
|---|---|
| ১। নাম | মোঃ মামুন কবীর |
| ২। পদবী | উপজেলা সমবায় অফিসার |
| ৩। কর্মস্থল | উপজেলা সমবায় কার্যালয়, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়। |
| ৪। ফোন | ১) অফিস : ০৫৬৮-৬১৯৬৪ । |
| | ২) মোবাইল: ০১৭১৫-১৫৩২৭৫ । |

৩। প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: সমবায় বিভাগ যে সমস্ত সেবা জনগণকে দিয়ে থাকে তার মধ্যে অন্যতম হলো ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ। বর্তমান পদ্ধতিতে মাঠ পর্যায়ে ৫টি সমিতির মোট ২৫ জনকে এবং ৩জন অতিথি বক্তা দিয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। এতে উক্ত এলাকার মোট সদস্যদের ৫% প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং সদস্যদের চাহিদামত অতিথি বক্তা আনা হয়না। ফলে সদস্যগণ উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণে খুব বেশী আগ্রহবোধ এবং উপকৃত হয় না। কাজেই উল্লিখিত সমস্যা সমাধান কল্পে **""চাহিদা ভিত্তিক ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ প্রদান""** নামে একটি "নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন" প্রকল্প গ্রহন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৪। প্রকল্প গ্রহণের প্রেক্ষাপট:

বিগত ২০১৪-২০১৫ আর্থিক বছরের "নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন" বিষয়ক **সমিতি নিবন্ধন সহজীকরণ ও টেকসই সমবায় সমিতি গঠন"** প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় দেখা যায় সমিতির সদস্যগণ চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন না এবং সমবায় বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করতে খুব বেশী আগ্রহবোধ করছেন না। কাজেই উল্লিখিত সমস্যা সমাধান কল্পে **""চাহিদা ভিত্তিক ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ প্রদান""** নামে একটি "নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন" প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছে।

৫। প্রকল্প গ্রহণ পূর্ব বিদ্যমান সমস্যা:

ক) সমবায় সমিতির ৯৫% সদস্য প্রশিক্ষণ থেকে বঞ্চিত থাকা;

খ) সদস্যদের সমস্যা/চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ না পাওয়া;

৬। প্রকল্প গৃহীত সমাধান:

**ক) উপজেলার ২/৩ ইউনিয়নের সমিতি নির্ধারণ করা;**

**খ) নির্ধারিত ইউনিয়নগুলোতে অবস্থিত সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের সাথে স্থানীয় সমস্যা/কি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে আগ্রহী তা চিহ্নিত করা;**

**গ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার/জেলা প্রশাসক এর মাধ্যমে চিহ্নিত স্থানীয় সমস্যা/আগ্রহী বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগ করা;**

**ঘ) প্রশিক্ষণের দিন ও স্থান নির্ধারণ করা ও সংশ্লিষ্টদের অবহিত করা;**

**ঙ) প্রশিক্ষণের দিনে উপস্থিত সদস্যদের সমস্যা/আগ্রহী বিষয়ে প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসার মাধ্যমে তাদের সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করা;**

৭। প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকাঃ

পঞ্চগড় সদর উপজেলার ১টি ইউনিয়ন ব্যাপী।

৮। প্রকল্প উপকারভোগীঃ

১. উপকারভোগী কারাঃ ১০টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি।

২. সংখ্যাঃ ৪৮৬ জন প্রাপ্ত বয়স্ক জনগণ।

৩. নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ও সুবিধা বঞ্চিতদের জন্য প্রকল্পসৃষ্ট সুবিধাঃ

অত্র প্রকল্পের ৪৮৬ জন সুবিধাভোগী মধ্যে ১৩৭ জন মহিলা রয়েছেন, যারা ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন এবং মেডিকেল অফিসার কর্তৃক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে মা ও শিশু বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

৯। প্রকল্পের আওতাভুক্ত সদস্য সংখ্যাঃ

৪৮৬ জন প্রাপ্ত বয়স্ক জনগণ।

১০। প্রকল্পের গৃহীত সমাধানের ফলে অর্জিত ফলাফল :

| প্রত্যাশিত ফলাফল (TCV এর আলোকে | অর্জিত ফলাফল |
|---|---|
| ক) সময় (T) : ০1 দিন | ০১ দিন |
| খ) খরচ (C) : 6,000.00 টাকা | ৬,০০০/ টাকা। |
| গ) যাতায়াত (V): ১ বার | ১ বার |
| ঘ) অন্যান্য প্রত্যাশিত ফলাফল | ☐ **চাহিদা ভিত্তিক ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণের ফলে ৪৮৬ জন কৃষক তাদের কৃষি বিষয়ক সমস্যা উপর পরামর্শ এবং বিনামূল্যে গ্রীস্মকালীন টমেটো পেয়েছেন।**<br>☐ **ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণের দিনে কৃষি বিভাগ হতে উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাকে সমবায় সমিতিগুলোতে সপ্তাহে একদিন যাওয়ার নির্দেশনা প্রদান করায় বর্তমানে স্থানীয় ১০টি সমবায় সমিতি যাচ্ছেন।**<br>☐ **চাহিদা ভিত্তিক ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণের ফলে ৫৫ জন কৃষক বিনা ভোগান্তিতে কৃষি পেয়েছেন।**<br>☐ **চাহিদা ভিত্তিক ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণের ফলে ৪৮৬ জন পঞ্চগড় মেডিকেল অফিসার কর্তৃক স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যা উপর পরামর্শ সেবা পেয়েছেন।**<br>☐ **চাহিদা ভিত্তিক ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণের ফলে ৪৮৬ জন প্রাণী সম্পদ বিষয়ক সমস্যা উপর পরামর্শ সেবা পেয়েছেন।** |

১১। প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহ/ অর্থের উৎস্য:

ক। উপজেলা সমবায় কার্যালয়, পঞ্চগড় সদর এর জনবল, অফিসের টেলিফোন ব্যবহার করা হয়েছে।

খ। সমবায় অধিদপ্তর হতে বরাদ্দপ্রাপ্ত ৬,০০০.০০(ছয় হাজার) টাকা।

১২। প্রকল্প বাস্তবায়নে কি ধরনের ঝুকি/চ্যালেঞ্জ ছিল ও কিভাবে তা সমাধান করা হয়েছে:

| অসুবিধা / চ্যালেঞ্জ | কীভাবে তা সমাধান করা হয়েছে |
|---|---|
| ১। বিভিন্ন সরকারী কর্মকর্তাদের উপস্থিতি ও সম্মানী সংক্রান্ত | জেলা প্রশাসক, পঞ্চগড় মহোদয়ের সহযোগিতা নিয়ে এবং প্রধামন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই এর ইনোভেশন প্রকল্প বিষয়টি সবিনয়ের সাথে বুঝিয়ে। |
| ৩। মাল্টিমিডিয়া ও সাউন্ড সিষ্টেম | ব্যক্তিগত সম্পর্ক উন্নয়ন করে ইউনিয়ন পরিষদের ডিজিটাল সেন্টারের মাল্টিমিডিয়া ও সাউন্ড সিষ্টেম বিনামূল্যে ব্যবহার করা হয়েছে। |
| ৫। সদস্যদের সম্মানী | যেহেতু নিজেদের প্রয়োজনে সমিতি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে, সেহেতু সদস্যগণ সম্মানী দাবী করেন নি। বরং স্বর্তস্ফুতভাবে উক্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করেছে। |

১৩। টেকসইকরণ: (প্রকল্পটি দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই হতে পারে কি? কীভাবে সেটা সম্ভব? এবিষয়ে বাস্তবায়নকারীর সুপারিশ)

ক) প্রকল্পটি দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই হতে পারে কি?

হ্যা, প্রকল্পটি অবশ্যই দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই হতে পারে।

খ) কীভাবে সেটা সম্ভব? এবিষয়ে বাস্তবায়নকারীর সুপারিশ:-

১) ৩/৪টি প্রশিক্ষণের বরাদ্দ একসাথে করে এ ধারণের ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ আয়োজন করার জন্য সমবায় অধিদপ্তর হতে একটি সার্কুলার জারী করা;

২) যেহেতু বর্তমান সরকারের উদ্দ্যেশ্য হলো জনগণের দোড়গোড়ায় সেবা পৌছানো। সেহেতু ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে তার বিভাগের সেবা সম্পর্কিত সমস্যার উপর সমাধান দিলে সমবায় বিভাগের সেবার পাশাপাশি অন্য একটি বিভাগের সেবা পাওয়ায় জনগণ আরো বেশী উপকৃত হবে। সে লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সহযোগিতার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ/ সমবায় অধিদপ্তর হতে সকল জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার কে পত্র দেয়া;

১৪। প্রকল্পটি থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

সমবায় বিভাগ হতে নিবন্ধিত সমবায় সমিতিগুলোর সদস্যদের ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ ১% থেকে ৫% সদস্যকে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। বাকী ৯৯% থেকে ৯৫% সদস্য স্থানীয় সমবায় অফিসে এসে অধিক সময়, অর্থ ও যাতায়াত করে সমিতি পরিচালনার জন্য সমবায় আইন, বিধি ও অন্যান্য বিষয়ে জেনে যান। সে ক্ষেত্রে এ ধরণের প্রশিক্ষন দিলে সমিতির সকল সদস্যই প্রশিক্ষণ পাবে এবং তাদের স্থানীয় সমস্যার কিছু সমাধান হবে। ফলে সরকারী কর্মকর্তাগণ স্থানীয় জণগণের নিকট জবাবদিহিতার মধ্যে প্রকৃত জনসেবা ও সমবায় চর্চা হবে। কাজেই ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ চাহিদা ভিত্তিক সমস্যার উপর হওয়া উচিৎ।

**১৫।** বৃহত্তর মাত্রায় বাস্তবায়ন যোগ্যতা: **(**প্রকল্পটি কি সারাদেশে বাস্তবায়নযোগ্য যদি বাস্তবায়নযোগ্য হয় **তা** হলে **কি**ভাবে**)**

হ্যা, প্রকল্পটি সারাদেশে বাস্তবায়ন যোগ্য। কেননা সমস্যাটি যদিও স্থানীয়ভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে সমস্যাটি সারাদেশ ব্যাপী। এ ক্ষেত্রে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ/সমবায় অধিদপ্তর থেকে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নেয়া হলে সারাদেশে বাস্তবায়ন যোগ্য হবে:

ক) প্রকল্পটি সারা দেশে বাস্তবায়নে আদেশ বা পরিপত্র জারী করা;

খ) প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান করা;

গ) সকল জেলা/উপজেলা সমবায় কর্মকর্তাদের ০১(এক) দিনের কর্মশালা আয়োজন করা;

মন্তব্য:

অত্র প্রকল্পটি সম্পূর্ণ নিজ উদ্দ্যোগে এবং বিভিন্ন সরকারী কর্মকর্তা, স্থানীয় চেয়ারম্যান এর সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক উন্নয়ন ও যোগাযোগ করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ফলে সেবাগ্রহিতার দোড়গোড়ায় প্রশিক্ষন অনুষ্ঠান আয়োজন করায় একদিকে সেবাগ্রহিতার সময়, ব্যয় ও যাতায়াত দৃশ্যমান সাশ্রয় হয়েছে। অন্যদিকে একই অনুষ্ঠানে অন্য সরকারী বিভাগের সেবা পেয়ে উপকৃত হচ্ছেন।

উপসংহার:

সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগের সেবা থেকে বেশী সংখ্যক সেবাগ্রহিতা তাদের সমস্যা উপর সমাধান থেকে বঞ্চিত থাকেন। সেক্ষেত্রে সেবাগ্রহিতাগণ স্থানীয় কম বিশেষজ্ঞ এর স্মরনাপন্ন হয়ে ভুল পরামর্শ নিয়ে অনেক সময় ক্ষতি গ্রস্থ হন। সে ক্ষেত্রে এ ধরণের ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে সেই পেশার একজন সরকারী বিশেষজ্ঞ তাদের পেশার উপর প্রশিক্ষন দিলে সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগের সেবার বিষয়ে আলাদা কোন প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান করার প্রয়োজন হবে না। এতে করে একই সময়ে এবং একই খরচে ২ থেকে ৫টি সরকারী বিভাগের প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব হবে। ফলে সেবাগ্রহিতার ২ থেকে ৫টি সরকারী বিভাগের সেবার নিতে সময়, ব্যয় ও যাতায়াত সাশ্রয় হবে এবং ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে জনসেবায় নতুন এক দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে।

প্রকল্প বাস্তবায়নে অংশীজনদের ভূমিকা:

| অংশীজন | ভূমিকা |
|---|---|
| ১। চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড় | ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সমিতির সদস্যদের বিভিন্ন সহযোগিতা প্রদান করা; |
| ২। জেলা সমবায় কর্মকর্তা, পঞ্চগড়। | ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সমিতির সদস্যদের সমিতির ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন সমস্যার উপর সহযোগিতা প্রদান করা; |
| ৪। উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পঞ্চগড় | ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সমিতির সদস্যদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে উপস্থিত সমিতিগুলোতে উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাকে সপ্তাহে ১দিন উপস্থিত সমিতিতে গিয়ে কৃষি বিষয়ক সমস্যা সমাধানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করায় বর্তমানে তা করা হচ্ছে; |
| ৫। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড় | ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সমিতির সদস্যভুক্ত কৃষকদের কৃষি বিষয়ক সমস্যার উপর সমাধান প্রদান করেন; |
| ৬। মেডিকেল অফিসার, পঞ্চগড় | সমিতির ৪৮৬ জন স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যা উপর পরামর্শ প্রদান করেছেন। |
| ৭। উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড় | সমিতির সদস্যদের হাঁস, মুরগী, গুরু, ছাগল ও অন্যান্য প্রাণী সম্পদ বিষয়ক সমস্যার উপর সমাধান করা; |
| ৮। কৃষি বিষয়ক ঔষধ ও সার বীজ কোম্পানীর ম্যানেজার | বিনা মূল্যে স্থানীয় কৃষকদের গ্রীস্মকালীন টমেটো বীজ ও টমেটো চাষাবাদ করার লিফলেট প্রদান করেন এবং সন্ধ্যায় এ সংক্রান্ত ভিডিও প্রর্দশনীর আয়োজ করেন। |
| ৮। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ | সমিতির সদস্যদের সব ধরণের সমস্যার উপর সহযোগিতার প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন। |

**১৫।** বৃহত্তর মাত্রায় বাস্তবায়ন যোগ্যতা: **(**প্রকল্পটি কি সারাদেশে বাস্তবায়নযোগ্য যদি বাস্তবায়নযোগ্য হয় **তা** হলে **কি**ভাবে**)**

হ্যা, প্রকল্পটি সারাদেশে বাস্তবায়ন যোগ্য। কেননা সমস্যাটি যদিও স্থানীয়ভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে সমস্যাটি সারাদেশ ব্যাপী। দেশের সকল সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য প্রচারের জন্য সমবায় অধিদপ্তর হতে ই-কর্মাস ওয়েব সাইড প্রস্তুত করে, তা সোসাল মিডিয়াসহ বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রোমোট করা;

মন্তব্য:

**অত্র প্রকল্পটি সম্পূর্ণ নিজ উদ্দ্যোগে এবং সমবায় সমিতির সহযোগিতায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এরফলে সমবায় সমিতিগুলোর মাঝে ই-কমার্স চালু হওয়ার সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে;**

উপসংহার:

বর্তমানে সকলেই ঘরে বসেই কেনাকাটা করতে চান। অন্যদিকে ঢাকাসহ দেশের বড় কোম্পানীর শো-রুম/আড়ত/বড় বড় বিপনন প্রতিষ্ঠানে সাধারণ উৎপাদকগণ তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করতে পারেন না। সেক্ষেত্রে সমবায় সমিতির মাধ্যমে **ই-কমার্স এবং** বড় কোম্পানীর শো-রুম/আড়ত/বড় বড় বিপনন প্রতিষ্ঠানের সাথে লিঙ্ক স্থাপন করে দেয়া হলে গ্রামের উৎপাদকগণ ন্যায্য মূল্য পেয়ে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটবে।

প্রকল্প বাস্তবায়নে অংশীজনদের ভূমিকা:

| অংশীজন | ভূমিকা |
|---|---|
| ১। ঢাকার কাওরান বাজার আড়ত সমবায় সমিতি | পঞ্চগড় জেলার সমবায় সমিতির পণ্য চুক্তিমাধ্যমে পন্য ক্রয় করা; |
| ২। geeksntechnology.com (সফটওয়ার কোম্পানী) | স্বল্প মূলে সমিতির ই-কর্মাস ও ওয়েব সাইড প্রস্তুত এবং দেশে বিদেশে প্রচারের ব্যবস্থা করা; |
| ৩। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড় | মানসম্মত পণ্য উৎপাদনে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা; |
| ৪। মার্কেটিং অফিসার, পঞ্চগড় | বিভিন্ন মার্কেটের আড়তদারে সাথে যোগাযোগে সহযোগিতা করা; |
| ৫। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ | সমিতির সদস্যদের সব ধরণের সমস্যার উপর সহযোগিতা প্রদান করেন। |

# আইডিয়া নং- ০৩
# বর্তমান অগ্রগতি প্রতিবেদন

১। প্রকল্পের নাম (পাইলটিং): **"সমবায়ীদের উৎপাদিত পন্য ন্যায্য মূল্য বাজারজাতকরণ"।**

২। বাস্তবায়নকারীর নাম, পদবি, কর্মস্থল ও ফোন নং:

| | |
|---|---|
| ক। নাম | মোঃ মামুন কবীর |
| খ। পদবী | উপজেলা সমবায় অফিসার |
| গ। কর্মস্থল | উপজেলা সমবায় কার্যালয়, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়। |
| ঘ। ফোন | ১) অফিস : ০৫৬৮-৬১৯৬৪ । |
| | ২) মোবাইল: ০১৭১৫-১৫৩২৭৫ । |

৩। প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

পঞ্চগড় জেলা একটি খাদ্যে উদ্বৃত্ত জেলা। এই জেলার কৃষকগণ জাতীয় অর্থনীতে অবদান রাখলে বৃহত্তম বাজারের দুরুত্ব ও মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্বে কারণে তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পান না। কাজেই উল্লিখিত সমস্যা সমাধান কল্পে উচ্চ মূল্যে বাজারের সাথে সমবায় সমিতির লিংঙ্ক স্থাপন করে "সমবায়ীদের উৎপাদিত পন্য ন্যায্য মূল্য বাজারজাতকরণ" করা হয়।

৪। প্রকল্প গ্রহণের প্রেক্ষাপট:

বিগত ২০১৪-২০১৫ আর্থিক বছরের "নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন" বিষয়ক **সমিতি নিবন্ধন সহজীকরণ ও টেকসই সমবায় সমিতি গঠন"** প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় দেখা যায় সমিতির সদস্যগণ বৃহত্তম বাজারের দুরুত্ব ও মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্বে কারণে তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন না। যেখানে ঢাকার বাজারে গ্রীস্মকালীন টমেটো 100.00 টাকা অন্যদিকে অত্র এলকার কৃষকগণ 50.00 মন বিক্রি করতে পারছেন। অনেক সময় তাদের উৎপাদিত পণ্য ন্যায্য মূল্য না পেয়ে ফেলে দেন। বিষয়টি আমার কাছে কষ্ট দেয় এবং উল্লিখিত সমস্যা সমাধান কল্পে **"সমবায়ীদের উৎপাদিত পন্য ন্যায্য মূল্য বাজারজাতকরণ"** নামে একটি "নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন" প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছে।

৫। প্রকল্প গ্রহণ পূর্ব বিদ্যমান সমস্যা:

| মুল সমস্যা : | সমস্যার মূল কারণ: | সমস্যার প্রভাব: |
|---|---|---|
| ☑ পঞ্চগড় সদর উপজেলার 314টি সমবায় সমিতির প্রায় 36,000 হাজার সদস্য তাদের উৎপাদিত কৃষি ও অ-কৃষি পন্যে বিপনন সুবিধার অভাবে এবং মধ্যসত্বভোগীদের দৌরাত্ব এর কারণে ন্যায্য মূল্য পান না;<br>☑ স্থানীয় বাজারে বিক্রয়ের সীমাবদ্ধতা;<br>☑ প্রশিক্ষনের অভাব; | ☑ **অধিক খাদ্য উৎপাদক;**<br>☑ **এককভাবে পণ্য বিক্রয়;**<br>☑ **উচ্চ মূল্য বাজারের দুরুত্ব**<br>☑ **বাজারজাতকরণের অজ্ঞতা**<br>☑ **মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ব।** | ☑ ন্যায্য মূল্য না পাওয়ায় উৎপাদক কৃষকগণ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়;<br>☑ অধিক পরিমানে পণ্য উৎপাদন হলে অনেক ক্ষেত্রে পণ্য বিক্রি করতে না পারায় উৎপাদিত ফসল ফেলে দিতে হয়;<br>☑ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এবং জাতীয় অর্থনীতে প্রভাব ফেলে। |

৬। প্রকল্প গৃহীত সমাধান:

- সমবায় সমিতির সদস্যদের বাজারজাতকরণের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- সমবায় সমিতির ওয়েব সাইড প্রস্তুত/দেশে বিদেশে অনলাইন বিজ্ঞাপন/আর্ন্ত: সমবায় বানিজ্যিক সংযোগ স্থাপন;
- সমবায় সমিতির সাথে স্থানীয় ও ঢাকাসহ দেশের বড় কোম্পানীর শো-রুম/আড়ত/বড় বড় বিপনন প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি করা;
- সমিতির মাধ্যমে কর্মচারীদের সদস্যদের উৎপাদিত পন্য সমিতিতে আনয়ন, সংশ্লিষ্ট স্থানে প্রেরণ এবং সদস্যদের ন্যায্য মূল্য প্রদান।

৭। প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকাঃ

সমগ্র পঞ্চগড় সদর উপজেলা ব্যাপী।

৮। প্রকল্প উপকারভোগীঃ

2টি সমবায় সমিতির 9502 জন সমবায় সমিতির সদস্য।

৯। প্রকল্পের আওতাভুক্ত সদস্য সংখ্যাঃ

9502 জন।

১০। প্রকল্পের গৃহীত সমাধানের ফলে অর্জিত ফলাফল :

| | গ্রীস্মকালীন টমেটো বিক্রি | তিল | প্রকল্প গ্রহণের পর মোট বিক্রি |
|---|---|---|---|
| আইডিয়া বাস্তবায়নের পূর্বে | 50.00 টাকা প্রতি মন | 400.00 টাকা প্রতিমন | 1। গলেহা ঐক্য কল্যাণ কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ এর মাধ্যমে 1,66,000 মে:টন গ্রীস্মকালীন টমেটো ঢাকাসহ মোট 17টি জেলার আড়ৎ এ বিক্রি করা হয়েছে।<br>2। কৃষ্টি কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ এর মাধ্যমে চীন, কোরিয়া ও ভারতে মোট 90 কোটি 10 লক্ষ টাকার তিল রপ্তানী করা হয়েছে। |
| আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে | 400.00 টাকা প্রতিমন | 1200.০০ টাকা প্রতিমন | |
| মোট পার্থক্য | 450.00 টাকা বেশী | 800.00 টাকা প্রতিমন বেশী | |
| ঘ) অন্যান্য প্রত্যাশিত ফলাফল | ➢ 2টি সমবায় সমিতির 9502 জন সমবায় সমিতির সদস্য ন্যায্য মূল্য পেয়েছেন।<br>➢ সমবায় সমিতির প্রতি স্থানীয় জনসাধারণের আগ্রহ বেড়েছে।<br>➢ **এই প্রকল্পের সফলতায়** সমবায় অধিপ্তর হতে পণ্য বাজারজাত করণের অনলাইন সফটওয়ার(ই-কমার্স) প্রস্তুত করার জন্য "সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ড" হতে অর্থ পাওয়া গেছে। যা সারাদেশে উৎপাদকগণ উপকৃত হবে।<br>➢ **সমবায় সমিতিগুলোর মাঝে ই-কমার্স চালু হওয়ার সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে;** | | |

১১। প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহ/ অর্থের উৎস্য:

ক। উপজেলা সমবায় কার্যালয়, পঞ্চগড় সদর এর জনবল, অফিসের টেলিফোন ব্যবহার করা হয়েছে।

খ। সমবায় সমিতির সদস্যদের নিকট হতে আদায়কৃত শেয়ার ও সঞ্চয় হতে গঠিত মূলধণের ব্যবহার।

১২। প্রকল্প বাস্তবায়নে কি ধরনের ঝুকি/চ্যালেঞ্জ ছিল ও কিভাবে তা সমাধান করা হয়েছে:

| অসুবিধা / চ্যালেঞ্জ | কীভাবে তা সমাধান করা হয়েছে |
|---|---|
| ক) মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ব | মধ্যস্বত্বভোগীদের অনেককে সমিতির কর্মকর্তা ও কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ করে। |
| খ) **ঢাকাসহ বিভিন্ন আড়ৎদারদের সাথে যোগাযোগ;** | প্রথমে নিজেই ব্যক্তিগতভাবে ঢাকাসহ বিভিন্ন আড়ৎদারদের সাথে যোগ করেছি। পরবর্তীতে |

| অসুবিধা / চ্যালেঞ্জ | কীভাবে তা সমাধান করা হয়েছে |
|---|---|
| | সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের সাথে লিঙ্ক স্থাপন করে দেয়া হয়েছে। |
| গ) সমবায় সমিতির ওয়েব সাইড প্রস্তুত/দেশে বিদেশে অনলাইন বিজ্ঞাপন দেয়া; | সমিতির অর্থায়নে নিজেই ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে ওয়েব সাইড প্রস্তুত/দেশে বিদেশে অনলাইন বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছে। |

১৩। টেকসইকরণ: (প্রকল্পটি দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই হতে পারে কি? কীভাবে সেটা সম্ভব? এবিষয়ে বাস্তবায়নকারীর সুপারিশ)

ক) প্রকল্পটি দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই হতে পারে কি?

হ্যা, প্রকল্পটি অবশ্যই দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই হতে পারে।

খ) কীভাবে সেটা সম্ভব? এবিষয়ে বাস্তবায়নকারীর সুপারিশ:-

দেশের সকল সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য প্রচারের জন্য সমবায় অধিদপ্তর হতে ই-কর্মাস ওয়েব সাইড প্রস্তুত করে, তা সোসাল মিডিয়াসহ বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রোমোট করা;

১৪। প্রকল্পটি থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

সমবায় ভিত্তিতে বাজারজাত করা হলে উৎপাদকগণ ন্যায্য মূল্য পান;

## আইডিয়া নং- ০৪
## বর্তমান অগ্রগতি প্রতিবেদন

১। প্রকল্পের নাম(পাইলটিং): "**সমবায়ের মাধ্যমে চা চাষ ও চা কারখানা স্থাপন "।**

২। বাস্তবায়নকারীর নাম, পদবি, কর্মস্থল ও ফোন নং:

| | |
|---|---|
| ক। নাম | মোঃ মোস্তফা কামাল |
| খ। পদবী | উপজেলা সমবায় অফিসার |
| গ। কর্মস্থল | উপজেলা সমবায় কার্যালয়, দেবীগঞ্জ পঞ্চগড়। |
| ঘ। ফোন | ১) অফিস : ০৫৬৫৪-৫৬০৬২ |
| | ২) মোবাইল: ০১৭১৪-৫৫৮১৪১ । |

৩। প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

দেবীগঞ্জ উপজেলাসহ পঞ্চগড় জেলার সর্বত্র সমতল ভুমিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিতে চা চাষ হচ্ছে। কিন্তু দেবীগঞ্জ উপজেলায় চা-কারখানা না থাকায় তাদের উৎপাদিত কাচা চাপাতা তেঁতুলিয়া উপজেলা অবস্থিত চা-কারখানায় বিক্রয় করতে হচ্ছে। এতে করে ক্ষুদ্র চা-চাষীগণ খুব একটা লাভবান হচ্ছেন না। অন্যদিকে আরো চা-চাষ যোগ্য অনেক অনাবাদি রয়েছে। এ উচু জমি গুলোকে চা-চাষের আওতায় আনা ও চা-পাতার ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি জন্য চা কারখানা স্থাপন করার জন্য এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

৪। প্রকল্পটি গ্রহণের প্রেক্ষাপট:

রংপুর বিভাগীয় কার্যালয়, রংপুর এ ইনোভেশন সংক্রান্ত কর্মশালায় অংশ গ্রহণ করি। উক্ত কর্মশালায় দেবীগঞ্জ উপজেলায় সর্বত্র সমতল ভুমিসহ পতিত ও অনাবাদি জমিতে চা চাষ সম্ভাবনা বাস্তবায়ন ও ক্ষুদ্র প্রান্তি চা-চাষীদের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির জন্য চা কারখানা স্থাপন প্রকল্পটি পাইলটিং হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

৫। প্রকল্প গ্রহণ পূর্ব বিদ্যমান সমস্যা:

**দেবীগঞ্জ উপজেলায় সরকারী পৃষ্ঠপোকতায়/সমবায়/ব্যক্তি মালিকানায় কোন চা কারখানা গড়ে উঠেনি। ফলে চা-চাষীদের উৎপাদিত চা-পাতা পঞ্চগড় সদর উপজেলা বা তেতুলিয়া উপজেলার বিভিন্ন চা-কারখানায় চা-পাতা বিক্রয় করতে প্রায় ৮০-৯০ কিঃ মিঃ যেতে হয়। এতে প্রান্তিক চা-চাষীদের সময়, খরচ, যাতায়াত ব্যয় বৃদ্ধি পায়। এছাড়া উক্ত ব্যক্তি মালিকানাধীন চা-কারখানার মালিকদের সিন্ডিকেটের মাধ্যেমে চা-পাতা বাজার মুল্যের চেয়ে কম মূল্য নির্ধারণ করেন। এতে চা-চাষীরা প্রকৃত মূল্য না পাওয়ায় চা-চাষীগণ আর্থিক ভাবে ক্ষতি গ্রস্ত হচ্ছেন। অপরদিকে চা-কারখানার মালিকরা নিজের মত করে চা-পাতার ওজনে কমিশন কেটে নিচ্ছেন। তাছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে চা-কারখানা না থাকার ফলে চা-চাষীদের ভোগান্তি বেশি হয়।**

৬। প্রকল্প গৃহীত সমাধান:

**ক) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উচু অনাবাদি জমি ব্যাপকভাবে চা-চাষের আওতায় আনা।**
**খ) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চা-চাষীদের নিয়ে সমবায় সমিতি গঠন;**
**গ) চা কারখানা স্থাপন করার জন্য নিয়মিত শেয়ার ও সঞ্চয় আদায় করে মুলধন গঠন।**
**ঘ) গঠিত মুলধন দিয়ে চা-কারখানা স্থাপন।**

৭। প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকাঃ

সমগ্র পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জে উপজেলার ময়নামতির চর, সোনাপোতা, পামুলী, বোদা উপজলার মাড়েয়া শিংরোড, রাঙ্গামাটি , তেতুলিয়া উপজেলার ভজনপুর এলাকা ব্যাপী।

৮। প্রকল্প উপকারভোগীঃ

স্থানীয় ক্ষুদ্র চা-চাষী।

৯। প্রকল্পের আওতাভুক্ত সদস্য সংখ্যাঃ

সমবায় এর মাধ্যমে গঠিত চা-চাষীসহ স্থানীয় 150জন ক্ষুত্র চা-চাষী।

১০। প্রকল্পের গৃহীত সমাধানের ফলে অর্জিত ফলাফল:

| প্রত্যাশিত ফলাফল (TCV) এর আলোকে | অর্জিত ফলাফল |
|---|---|
| ক) সময় (T) : *04* ঘন্টা সময় কম লাগবে। | *04* ঘন্টা সময় কম লাগছে। |
| খ) খরচ (C): *2000.00* টাকা কমে যাবে। | *2000.00* টাকা কমে গেছে। |
| গ) যাতায়াত (V): *160-170* কিঃ মিঃ কমে যাবে। | *160-170* কিঃ মিঃ কমে গেছে। |
| ঘ) অন্যান্য প্রত্যাশিত ফলাফল: ব্যাপক কর্ম সংস্থান সৃষ্টি হবে। | ১৫০০ জনলোকের কর্ম সংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। |

১১। প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহ/ অর্থের উৎস্য:

সমিতির সদস্যদের শেয়ার, সঞ্চয়সহ কার্যকরী মূলধন ।

১২। প্রকল্প বাস্তবায়নে কি ধরনের ঝুকি/চ্যালেঞ্জ ছিল ও কিভাবে তা সমাধান করা হয়েছে:

ক) কারিগরি ঝুকি
খ) দুর্ঘটনা ঝুকি।
গ) আর্থিক ঝুকি।

১৩। টেকসইকরণ: (প্রকল্পটি দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই হতে পারে কি? কীভাবে সেটা সম্ভব? এবিষয়ে বাস্তবায়নকারীর সুপারিশ)

ক) প্রকল্পটি দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই হতে পারে কি?

হ্যা, প্রকল্পটি অবশ্যই দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই হবে।

খ) কীভাবে সেটা সম্ভব? এবিষয়ে বাস্তবায়নকারীর সুপারিশ:-

১) যেহেতু একটি চা-গাছের আয়ুস্কাল প্রায় 100 বছর । সেহেতু প্রকল্পটি দীর্ঘ মেয়াদি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া স্থানীয় ভাবে কারখানা স্থাপন করা হলে চা-চাষীরা তাদের উৎপাদিত চা-পাতার ন্যায্যমূল্য পাবে ফলে সবাই চা-চাষে আগ্রহী হবে এবং প্রকল্পটি টেকসই হবে।
2) যখন স্থানীয় চা-চাষীগণ এই প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের উৎপাদিত চায়ের নায্যমূল্য পাবেন, তখন তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধিত হবে। তাদের দেখে অন্যরাও চা-চাষে সম্পৃক্ত হবেন। এর মাধ্যমে ব্যাপক পরিসরে সমবায়ী চা-চাষীদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে।

১৪। প্রকল্পটি থেকে শিক্ষণীয়:

যখন স্থানীয় চা-চাষীগণ এই প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের উৎপাদিত চা-পাতার নায্যমূল্য প্রাপ্ত হবেন, তখন তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধিত হওয়ার ফলে স্থানীয় পর্যায়ে কৃষকগণচা-চাষে সম্পৃক্ত হবেন।

১৫। বৃহত্তর মাত্রায় বাস্তবায়ন যোগ্যতা: (প্রকল্পটি কি সারাদেশে বাস্তবায়ন যোগ্য যদি বাস্তবায়নযোগ্য হয়, তা হলে কিভাবে)

না, প্রকল্পটি সারাদেশে বাস্তবায়ন যোগ্য না। তবে পঞ্চগড়, ঠাকুরগাওঁ, নীলফামারি সিলেট ও মৌলভীবাজার সহ চা-চাষ প্রবণ এলাকায় বাস্তবায়ন যোগ্য।

মন্তব্য:

অত্র প্রকল্পটি সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে। তবে সরকারের আর্থিক সহযোগিতা পেলে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে। চা-চাষীগণ চা-পাতা বিক্রিতে ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত হবে। অপরদিকে চা-কারখানা মালিকদের দৌরাত্ব কমে যাবে। অনাবাদি ও পতিত জমি ব্যবহার নিশ্চিত হয়ে তা আবাদের আওতায় আনা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে চা-চাষের সাথে সম্পৃক্ততা সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ প্রত্যেক্ষ ও পরোক্ষভাবে আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া সমবায় সমিতির মাধ্যমে কৃষকগণ তাদের উৎপাদিত পন্য বিক্রয় করায় ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে নিশ্চিত হবে ।

উপসংহার:

স্থানীয় পর্যায়ে চা-কারখানা স্থাপন করা হলে একদিকে যেমন মালিকানাধীন চা-কারখানা মালিকদের দৌরাত্ব কমে যাবে অপরদিকে সমবায়ী চা-চাষীদের উৎপাদিত চা-পাতা ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত হবে। চা-চাষে ব্যাপক সাড়া পড়বে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ সমবায়ের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হবে।

প্রকল্প বাস্তবায়নে অংশীজনদের ভূমিকা:

| অংশীজন | ভূমিকা |
|---|---|
| ১। সহকারী কমিশনার (ভুমি) | চা-চাষের জন্য জমি লীজের ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান করা; |
| ২। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা | চা-চাষে প্রশিক্ষনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা; |
| ৩। বাংলাদেশ চা বোড, পঞ্চগড়। | চা-চারা সরবরাহ এবং চা-কারখানা স্থাপনে বাংলাদেশ চা বোড এ অনুমোদন প্রদান; |
| ৪। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোড | চা-কারখানা স্থাপনে বিদ্যুৎ সংযোগ সরবরাহ করা; |

## আইডিয়া নং- ০৫
## বর্তমান অগ্রগতি প্রতিবেদন

১। প্রকল্পের নাম (পাইলটিং): অনাবাদী জমিতে সমবায় সমিতির মাধ্যমে চা-পাতা উৎপাদনে সহায়তা করন।

২। বাস্তবায়নকারীর নাম, পদবি, কর্মস্থল ও ফোন নং:

| | |
|---|---|
| ১। নাম | মোঃ ফারুক হোসেন |
| ২। পদবী | উপজেলা সমবায় অফিসার |
| ৩। কর্মস্থল | উপজেলা সমবায় অফিসার, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়। |
| ৪। ফোন | ১) অফিস : ০৫৬৫৫-৭৫০০৫ |
| | ২) মোবাইল: ০১৭১৮৯৭০৩৩৯। |

৩। প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

মাঝিপাড়া কৃষি খামার ক্ষুদ্র চা-চাষি সমবায় সমিতি লিঃ এর ২১৪ (দুইশত চৌদ্দ) একর জমি (সরকার হতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নেওয়া) প্রায়শই অনাবাদী থাকে। সমিতির সদস্যগনকে অনাবাদী জমিতে চা চাষে উদ্বুদ্ধকরনের মাধ্যমে ৭২ জন সমিতির সদস্যের বর্তমানে প্রায় ২০০ একর জমিতে চা চাষে সম্পৃক্ত করা হয়েছে এবং ৭২ জন সদস্যই আর্থিকভাবে সচ্ছল ও দৃশ্যমানভাবে স্বাবলম্বী হয়েছে।

৪। প্রকল্পটি গ্রহণের প্রেক্ষাপট:

মাঝিপাড়া কৃষি খামার ক্ষুদ্র চা-চাষি সমবায় সমিতি লিঃ এর ২১৪ (দুইশত চৌদ্দ) একর জমি (সরকার হতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নেওয়া) প্রায়শই অনাবাদী থাকে। সমিতির এত জমি থাকার পরেও সমিতির সদস্যদের জীবনমান উন্নয়ন না হওয়ায় বিষয়টি আমাকে মর্মাহত করে। অনাবাদী জমিতে কি ধরনের ফসল উৎপাদন করে সমিতির সদস্যদের জীবনমান উন্নয়ন করা যায়, সে বিষয়ে গবেষনা করে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৫। প্রকল্প গ্রহণ পূর্ব বিদ্যমান সমস্যা:

**ক) বিশাল পরিমান জমি অনাবাদী থাকার কারনে সমিতির সদস্যগন আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হত।**
**খ) জমিতে ফসল উৎপাদন না হওয়ায় তা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলে।**
**গ) সমিতির সদস্যগন এর চা চাষের বিষয়ে কোন ধারনা না থাকা।**
**ঘ) চা চাষ এর মাধ্যমে যে আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন করা সম্ভব এই বিশ্বাস বা ধারনা না থাকা।**
**ঙ) উচু জমি হওয়ায় ফসল উৎপাদনে খরচ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাওয়া।**
**চ) সদস্যদের মূলধনের অভাব ।**

৬। প্রকল্প গৃহীত সমাধান:

**ক) সমবায় সমিতির সদস্যদের অনাবাদী জমিতে চা-চাষ উদ্বুদ্ধ করণ;**
**খ) সমবায় সমিতির সদস্যদের চা-চাষে সহযোগীতার জন্য বৈদেশিক সংস্থা এবং এনজিও এর সাথে যোগাযোগ করা;**
**গ) সমিতির সদস্যদের চা-চাষে প্রশিক্ষণ প্রদান;**
**ঘ) সমিতির সদস্য, বৈদেশিক সংস্থা (ট্রেড ক্যাফ), এনজিও (বিকাশ বাংলাদেশ) এর সহযোগিতায় প্রায় ২০০ (দুইশত) একর জমিতে চা-চাষ;**

৭। প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকাঃ

তেঁতুলিয়া উপজেলার শালবাহান ইউনিয়নের মাঝিপাড়া মৌজার পেদিয়াগছ গ্রাম ব্যাপীয়া।

৮। প্রকল্প উপকারভোগীঃ

মাঝিপাড়া কৃষিখামার ক্ষুদ্র চা-চাষী সমবায় সমিতি লিঃ এর ৭২ জন সদস্য।

৯। প্রকল্পের আওতাভুক্ত সদস্য সংখ্যাঃ

৭২ জন সদস্য।

১০। প্রকল্পের গৃহীত সমাধানের ফলে অর্জিত ফলাফল:

| | |
|---|---|
| **ক) প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে** | **৩৪০০০০০.০০ (চৌত্রিশ লক্ষ) টাকা আয়।** |
| **খ) প্রকল্প বাস্তবায়নের পরে** | **১২০০০০০০.০০ (এক কোটি বিশলক্ষ) টাকা আয়।** |
| **পার্থক্য(অর্জিত ফলাফল)** | **৮৬০০০০০.০০ (ছিয়াশি লক্ষ) টাকা বেশী আয়।** |
| **গ) অন্যান্য ফলাফল** | *** ১ টি সমবায় সমিতির ৭২ জন সদস্যের আয় বেড়েছে।**<br>*** ৪০০ জন চা-শ্রমিকের কর্ম-সংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।**<br>*** সমিতির নিজস্ব একটি অফিস ঘর হয়েছে।**<br>*** পেদিয়াগছ গ্রামের স্থানীয় জনগনের আর্থ-সামাজিক অবস্থার দৃশ্যমান উন্নয়ন ঘটেছে।** |

১১। প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহ/ অর্থের উৎস:

সমিতির সদস্যগনের জমাকৃত সঞ্চয় আমানত ও শেয়ার দ্বারা গঠিত মূলধন এবং **বৈদেশিক সংস্থা (ট্রেড ক্যাফ), এনজিও (বিকাশ বাংলাদেশ) এর সহযোগিতা।**

১২। প্রকল্প বাস্তবায়নে কি ধরনের ঝুঁকি/চ্যালেঞ্জ ছিল ও কিভাবে তা সমাধান করা হয়েছে:

**ক) বিশাল পরিমান অনাবাদী জমি থাকায় সমিতির সদস্যগন আর্থিক ঝুঁকির মধ্যে থাকত। তাদেরকে চা-চাষে উদ্বুদ্ধ করে স্বাবলম্বী করে তোলা হয়েছে।**

**খ) সমিতির সদস্যগন এর চা চাষের বিষয়ে কোন ধারনা না থাকা। এই বিষয়ে বৈদেশিক সংস্থা এবং এনজিও এর সহযোগিতা আদায় করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে ।**

**গ) চা চাষ এর মাধ্যমে যে আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন করা সম্ভব এই বিশ্বাস বা ধারনা না থাকা। প্রশিক্ষনের মাধ্যমে তাদেরকে এই বিশ্বাস বা ধারনা তৈরি করে দেয়া হয়েছে।**

**ঘ) উচু জমি হওয়ায় অন্যান্য ফসল উৎপাদনে বৃদ্ধি পাওয়া। চা চাষে উদ্বুদ্ধ করায় তারা একবার শুধু চা চারা রোপন করে এবং সময়ে সময়ে নামমাত্র পরিচর্যা মূল্য দিয়ে প্রায় ১০০ বছর পর্যন্ত সময় ধরে মুনাফা অর্জন করবে।**

**ঙ) উৎপাদনের পর চা চাষীরা তাদের উৎপাদিত চা পাতার নায্যমূল্য পেত না। নায্যমূল্য প্রাপ্তিতে স্থানীয় চা কারখানার সাথে যোগাযোগ করার ফলে তারা চা পাতার নায্যমূল্য পাচ্ছে।**

১৩। টেকসইকরণ: (প্রকল্পটি দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই হতে পারে কি? কীভাবে সেটা সম্ভব? এবিষয়ে বাস্তবায়নকারীর সুপারিশ)

ক) প্রকল্পটি দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই হতে পারে কি?

অবশ্যই পারে।

খ) কীভাবে সেটা সম্ভব? এবিষয়ে বাস্তবায়নকারীর সুপারিশ:-

একটি চা চারার আয়ুষ্কাল প্রায় শত বছর। যা একবার রোপন করলে সুবিধাভোগী সমবায়ী চা চাষী শত বছর পর্যন্ত মুনাফা পেতে থাকবে। এ ছাড়া, সমিতির সদস্যগন যদি নিজস্ব চা কারখানা স্থাপন করতে পারে, তাহলে তাদের আরও টেকসই উন্নয়ন সম্ভব হবে।

১৪। প্রকল্পটি থেকে শিক্ষণীয়:

- **বড় ধরনের কাজ করার ক্ষেত্রে অর্থ কোন সমস্যা নয়, উদ্যোক্তার আগ্রহই যথেষ্ট।**
- **সমবায় সমিতির মাধ্যমে চা চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।**

১৫। বৃহত্তর মাত্রায় বাস্তবায়ন যোগ্যতা: (প্রকল্পটি কি সারাদেশে বাস্তবায়ন যোগ্য যদি বাস্তবায়নযোগ্য হয়, তা হলে কিভাবে)

না, প্রকল্পটি সাধারনভাবে সারাদেশে বাস্তবায়ন যোগ্য নয়। তবে, ঠাকুরগাও, নীলফামারী, দিনাজপুর, চট্টগ্রাম এবং সিলেট বিভাগের চা চাষে উপযোগী জমি থাকলে তা যে কোন জায়গায় বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

মন্তব্যঃ

**অত্র প্রকল্পটি চা চাষী সমবায়ীগন এবং উদ্ভাবনকারীর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে।**

প্রকল্প বাস্তবায়নে অংশীজনের ভূমিকা:

| অংশীজন | ভূমিকা |
|---|---|
| ১। **বৈদেশিক সংস্থা (ট্রেড ক্যাফ)** | চা-চাষে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত রাখা। |
| ২। **এনজিও (বিকাশ বাংলাদেশ)** | চায়ের চারা সরবরাহ ও চা-চাষে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রাখা। |
| ৩। বাংলাদেশ চা বোর্ড, পঞ্চগড়। | চা-চাষে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, স্বল্পমূল্যে চা-চারা সরবরাহ এবং চা-কারখানা স্থাপনে বাংলাদেশ চা বোর্ড এর অনুমোদন প্রদানে সহযোগিতাকরন অব্যাহত রাখা। |

## আইডিয়া নং- ০৬

## বর্তমান অগ্রগতি প্রতিবেদন

১। প্রকল্পের নাম (পাইলটিং, রেপ্লিকেটিং,এসপিএস) : যোগ্য নেতৃত্ব সমিতির স্থায়ীত্ব।

২। বাস্তবায়নকারীর নাম,পদবী ও ফোন নং : মো. তহিদুজ্জমান খন্দকার, জেলা সমবায় অফিসার (ভা.), রংপুর।ফোন নং-০৫২১-৬২৪১৭।

৩। প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি না হওয়ার ফলে সমবায় সমিতির টেকসই উন্নয়ন হয় না, তাই যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে সমবায় সমিতি গুলো যোগ্যতার ভিত্তিতে টেকসই হবে এবং সঠিক পন্থায় পরিচালিত হবে।

৪। প্রকল্প গ্রহণের প্রেক্ষাপট : যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি না হওয়ার ফলে সমবায় সমিতির টেকসই উন্নয়ন হয় না এর ফলে সমিতি গুলো স্থায়ী না হয়ে ভেঙ্গে পড়ে।

৫। প্রকল্প গ্রহণ পূর্ব বিদ্যমান সমস্যা : সমবায় সমিতিগুলো বিদ্যমান পদ্ধিতেতে সঠিক সময়ে নির্বাচন গ্রহণ না করার ফলে কমিটি টেকসই হয় না ফলে নেতৃত্ব না থাকার ফলে সমিতি ঙেঙ্গে যায়।

৬। প্রকল্প গৃহিত সমাধান : যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে সমবায় সমিতি গুলো যোগ্যতার ভিত্তিতে টেকসই হবে এবং সঠিক পন্থায় পরিচালিত হবে।

৭। প্রর্কা বাস্তবায়ন এলাকা : দেশের সকল সমবায় সমিতি।

৮। প্রকল্পের উপকারভোগী : দেশের সকল সমবায় সমিতির সদস্য।

৯। প্রকল্পের আওতাভূকত সদস্য সংখ্যা :

১০। প্রকল্প গৃহিত সমাধানের ফলে অর্জিত সমাধান :

| প্রত্যাশিত ফলাফল (TCV এর আলোকে) | অর্জিত ফলাফল |
|---|---|
| ক) সময়<br>খ) খরচ<br>গ) যাতায়াত)<br>ঘ) অন্যান্য প্রত্যাশিত ফলাফল | ক) সমিতির কাযক্রম পরিচালনার জন্য কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির দারস্থ হতে হবে না ফলে সময় কমবে।<br>খ) যেহেতু কারও দারস্থ হতে হবে না ফলে খরচ কমবে।<br>গ) কোথাও যেতে হবে না ফলে ভোগান্তী কমবে।<br>ঘ) সমিতির সদস্যদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে গুনগতমান বৃদ্ধি পাবে। |

১১। প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্পদ সংগ্রহ/অর্থের উৎস : সমিতির নিজস্ব তহবিল।

১২। প্রকল্প বাস্তবায়নে কি ধরণের ঝুকি/চ্যালেঞ্জ ছিল ও কিভাবে তা সমাধান করা হয়েছে: সদস্যদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে।

১৩। টেকসইকরণ (প্রকল্প দীঘ মেয়াদে টেকসই হতে পারে কি? কিভাবে সেটা সম্ভব ? এ বিষয়ে বাস্তবায়নকারীর সুপারিশ

: প্রত্যেক সমবায় সমিতির নির্বাচনের মাধ্যমে যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে সমিতির কাযক্রম টেকসই হতে পারে।

১৪। প্রকল্প থেকে শিক্ষনীয় : ক) সমবায় সঠিক নির্বাচনের মাধ্যমে যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি করা।

খ) যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে সমিতিকে উন্নয়নমুখী কাযক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করা।

১৫। বৃহত্তর মাত্রায় বাস্তবায়ন যোগ্যতা (প্রকল্পটি কি সারাদেশে বাস্তবায়নযোগ্য যদি বাস্তবায়নযোগ্য হয় তাহলে কিভাবে) :

প্রত্যেক সমবায় সঠিক নির্বাচনের মাধ্যমে যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি করা যায়।

মন্তব্য : নেতৃত্ব সঠিক হলে সবকিছু সঠিক ভাবে পরিচালিত হয়। একটি সমবায় সমিতিতে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে যোগ্য ও সঠিক নেতৃত্ব সৃষ্টি করা যায় তাহলে সমিতি সফলতা হবে।

উপসংহার : একটি সমিতিতে তার যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি হলে উক্ত সমিতির সকল সদস্যদের আর্থ সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটানে সম্ভব।

প্রকল্প বাস্তবায়নে অংশীজনে ভূমিকা : সমবায় সমিতির সকল সদস্যদের দ্বারা নির্বাচনের মাধ্যমে সৎ, যোগ্য ও উদ্যোমি সদস্য বাছাই করে সেই সকল সদস্যকে ব্যবস্থাপনা কমিটিতে অর্ন্তভূক্ত করাই হবে অংশীজনের ভূমিকা।

## আইডিয়া নং- ০৭

## বর্তমান অগ্রগতি প্রতিবেদন

১। প্রকল্পের নাম : (পাইলটিং, রেপ্লিকেটিং, এসপিএস): **সমবায় পণ্যের বাজার ও ই-কর্মাস সৃষ্টির মাধ্যমে সমবায়ীদের আর্থিক উন্নয়ন।**

২। বাস্তবায়নকারীর নাম, পদবী, কর্মস্থল ও ফোন নং : মোঃ আবতাবুজ্জামান, উপজেলা সমবায় অফিসার, গংগাচড়া, রংপুর, ০১৭১২৯৩১৫৬৬

৩। প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : সমিতির পণ্য উৎপাদনকারী সদস্যগণ মধ্য স্বত্বভোগীর মাধ্যম ব্যতীত পণ্য বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা না থাকায় উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়।

৪। প্রকল্প গ্রহণের প্রেক্ষাপট : সদস্য গণের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করণের ব্যবস্থা না থাকায় সদস্যগণ নিরুসাহিত হওয়ায় সমবায় সমিতি টেকসই হয় না।

৫। প্রকল্প গ্রহণ পূর্ব বিদ্যমান সমস্যা : ওয়েব সাইট পরিচালনা ও বাজার স্থাপন।

৬। প্রকল্প গৃহীত সমাধান : সমবায় পণ্যের বাজার ও ই-কমার্স সৃষ্টির মাধ্যমে সদস্যদের ন্যায্য মূল্য প্রদান ও আর্থিক উন্নয়ন।

৭। প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকাঃ গংগাচড়া উপজেলা।

৮। প্রকল্প উপকারভোগী : ১০০ জন।

৯। প্রকল্পের আওতাভূক্ত সদস্য সংখ্যা : ১০০ জন।

১০। প্রকল্পের গৃহীত সমাধানের ফলে অর্জিত ফলাফল :

| প্রত্যাশিত ফলাফল (TVC এর আলোকে) | অর্জিত ফলাফল |
|---|---|
| ক) সময়ঃ ১-৭ দিন<br>খ) খরচঃ ন্যায্য মূল্য পাওয়া<br>গ) যাতায়াতঃ ১-২ দিন<br>ঘ) অন্যান্য প্রত্যাশিত ফলাফলঃ পণ্যের গুনগতমান বৃদ্ধি | ক) সময়ঃ ১-২ দিন<br>খ) খরচঃ ন্যায্য মূল্য পাওয়া যায়<br>গ) যাতায়াতঃ ১-২ দিন<br>ঘ) অন্যান্য প্রত্যাশিত ফলাফলঃ পণ্যের গুনগতমান বৃদ্ধিপায় ও সুনাম সৃষ্টি হয়। |

১১। প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহ/ অর্থের উৎস : উপজেলা পরিষদ ও সমবায় অধিদপ্তর।

১২। প্রকল্প বাস্তবায়নে কি ধরণের ঝুকি/ চ্যালেঞ্জ ছিল ও কিভাবে তা সমাধান করা হয়েছে : ওয়েব সাইট পরিচালনা ও বাজার স্থাপন এবং পার্টনারশীপ তৈরি।

১৩। টেকসইকরণ ( প্রকল্প দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই হতে পারে কি? কিভাবে সেটা সম্ভব? এ বিষয়ে বাস্তবায়ন কারীর সুপারিশ : প্রকল্প দীর্ঘ মেয়াদী হওয়া সম্ভব। সমবায় অধিদপ্তর এর মাধ্যমে ই-কর্মাস সৃষ্টি ও বাজার স্থাপন করে সমবায়ীদের আর্থিক উন্নয়নের মাধ্যমে সমিতি টেকসই করণ।

১৪। প্রকল্প থেকে শিক্ষণীয় বিষয় : অনলাইন মার্কেটিং এ সমবায়ীদের সম্পৃক্তকরণ।

১৫। বৃহত্তর মাত্রায় বাস্তবায়ন যোগ্যতাঃ সমবায় অধিদপ্তর এর পৃষ্ঠপোষকতায় বৃহত্তর আকারে বাস্তবায়ন সম্ভব।

মন্তব্যঃ অনলাইন মার্কেটিং এর মাধ্যমে দেশের বাহিরেও পণ্য বিক্রয় করা হয়েছে।

উপসংহার : গ্রামীণ নারীদের উৎপাদিত পন্য দেশে বিদেশে বাজারজাত করণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করে নারীর ক্ষমতায়ন, দারিদ্র বিমোচন, আত্ম সামাজিক উন্নয়ন করা সম্ভব হবে।

প্রকল্প বাস্তবায়নে অংশীজনে ভূমিকাঃ পার্টনার শীপের মাধ্যমে উইন উইন ক্ষেত্র তৈরী হবে।

# আইডিয়া নং- ০৮

## বর্তমান অগ্রগতি প্রতিবেদন

| | |
|---|---|
| ০১। প্রকল্পের নাম : (পাইলটিং,রেপ্লিকেটিং,এসপিএস) | পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়নের লক্ষ্যে উৎপাদনমূখী সমবায় সমিতি গঠন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি। |
| ০২। বাস্তবায়নকারীর : নাম,পদবী,কমস্থল ও ফোন নং | মোঃ মাসুদ রানা,উপজেলা সমবায় অফিসার,মিঠাপুকুর,রংপুর।<br>কমস্থলঃ উপজেলা সমবায় কাযালয় ,মিঠাপুকুর,রংপুর।<br>মোবাইল নম্বরঃ০১৭১৮৭৬৪৪৩৩ |
| ০৩। প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরন : | ক).প্রান্তিক পর্যায়ে উৎপাদন ও কমসংস্থান সৃষ্ঠির লক্ষ্যে অথনৈতিক মুক্তিকামী পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সংগোঠিত করে বিভিন্ন সভা ,মটিভেশন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উৎপাদনমূখী ও টেকসই সমবায় সমিতি গঠন করা প্রচেস্টা<br>খ) সমবায় ভিত্তিক পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরনে ব্যবস্থা করে গঠিত সমবায় সমিতির সদস্যদের আত্নকমসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উদ্যেগ।<br>গ) আন্ত:সমবায় বাজারের ভিত্তিতে বিজনেস সিটুসি পদ্ধতির মাধ্যমে ফেজবুক, অনলাইন মিডিয়া এবং বাজার অনুসন্ধানের মাধ্যমে সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয় ও কমসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা । |
| ০৪।প্রকল্প গ্রহনের প্রেক্ষাপট : | বিদ্যমান পদ্ধতিতে এই ধরনের সমবায় সমিতি গঠনে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর আগ্রহ,উৎসাহের অভাব লক্ষ্য করা যায়,কারন সমবায় সমিতি গঠনে সময়,শ্রম ও যাতায়াত খরচ বেশি হয়।অন্যদিকে এই ধরনের সমবায়ীদের প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ কম থাকে। |
| ০৫। প্রকল্প গ্রহন পূবÑ বিদ্যমান সমস্যা : | ক) পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্যতার হার বেশি হওয়ায় তাদের মূলধনের অভাব।<br>খ) ঐতিহ্যগত ভাবে এই ধরনের জনগোষ্ঠীর মাদক সেবনের মত বদঅভ্যাস থাকায় তারা সঞ্চয়ী মনোভাবে উৎসাহী হয় না। |
| ০৬। প্রকল্প গৃহীত সমাধান : | ১. কম সময়ে,কম শ্রমে ,কম খরচে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে সমিতি গঠন পূবক বিভিন্ন জিও, এনজিও এর সহযোগীতায় ক্ষুদ্র ঋণ প্রশিক্ষন সহ অন্যান্য সুযোগ ,সুবিধা প্রদানে সহায়তা করা।<br>২. সমবায় সমিতি গঠন পূবক বিভিন্ন সভা ও ট্রেনিং এর মাধ্যমে সদস্যদের মাদক সেবনে অভ্যাস হতে মুক্ত করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শেয়ার ও সঞ্চয় দ্বারা পুঁজি গঠন।<br>৩. সংগ্রহিত পুঁজির মাধ্যমে পন্য উৎপাদনপূবক আন্ত: সমবায় ভিত্তিক,পণ্য বিক্রয় ও কম শ্রম,কম সময়ে ,যাতায়াত কমিয়ে কমপক্ষে 100 (একশত) পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর আত্নকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক মুক্তি ,দারিদ্র্য বিমোচন সহ আথসামাজিক অবস্থায় পরিবতন করা। |
| ০৭। প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা : | সমগ্র মিঠাপুকুর উপজেলা |
| ০৮।প্রকল্প উপকারভোগী : | ৪০০ জন। |
| ৯। প্রকল্পের আওতাভুক্ত সদস্য সংখ্যা : | ৪০০ জন। |

১০। প্রকল্পের গৃহীত সমাধানের ফলে অর্জিত ফলাফল:

| প্রত্যাশিত ফলাফল (TCV এর আলোকে) | অর্জিত ফলাফল |
|---|---|
| ক) সময় | ০১ থেকে ০৭ দিন। |
| খ) খরচ | - |
| গ) যাতায়াত | ০১- ০২ বার |
| ঘ) অন্যন্য প্রত্যাশিত ফলাফল | - |

| | |
|---|---|
| ১১। প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহ/অর্থের উৎস | : বিভাগীয় পর্যায়ে বাজেট প্রাপ্তি, সমবায়ীদের সৃষ্ট মূলধন, জিও,এনজিও কতপক্ষের ক্ষুদ্র ঋণ, অনুদান সরবরাহ ও উৎপাদনী উপকরন সরবরাহ। |
| ১২। প্রকল্প বাস্তবায়নে কি ধরনের ঝুকি/চ্যালেঞ্জ ছিল ও কিভাবে তা সমাধান করা হয়েছে | : বিদ্যমান পদ্ধতিতে এই ধরনের সমবায় সমিতি গঠনে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর আগ্রহ,উৎসাহের অভাব লক্ষ্য করা যায়,কারন সমবায় সমিতি গঠনে সময়,শ্রম ও যাতায়াত খরচ বেশি হয়।অন্যদিকে এই ধরনের সমবায়ীদের প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ কম থাকে। |
| ১৩। টেকসইকরন (প্রকল্প দীঘ মেয়াদে টেকসই হতে পারে কি? কিভাবে সেটা সম্ভব ? এ বিষয়ে বাস্তবায়নকারীর সুপারিশ | : প্রস্তাবিত উদ্যেগ/ আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর দোড় গোড়ায় কম সময়ে,কম খরচে ও কম যাতায়াতের মাধ্যমে সরকারি সেবা পৌছে দেয়ার সম্ভবনা রয়েছে । যেখানে তাঁদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হবে এবং প্রকল্প দীঘ মেয়াদে টেকসই হবে। |
| ১৪। প্রকল্প থেকে শিক্ষনীয় বিষয় | : সময়ে,কম খরচে ও কম যাতায়াতের মাধ্যমে সরকারি সেবা পৌছে দেয়। |
| ১৫। বৃহত্তম মাত্রায় বাস্তবায়ন যোগ্যতা (প্রকল্পটি কি সারাদেশে বাস্তবায়ন যোগ্য যদি বাস্তবায়ন যোগ্য হয় তাহলে কিভাবে?) | : প্রকল্পটি বাস্তবায়ন যোগ্য প্রকল্পের মাধ্যমে সমবায় সমিতি গঠন পূবক বিভিন্ন সভা ও ট্রেনিং এর মাধ্যমে সদস্যদের মাদক সেবনে অভ্যাস হতে মুক্ত করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শেয়ার ও সঞ্চয় দ্বারা পুঁজি গঠন এবং জনগোষ্ঠীর আত্নকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক মুক্তি ,দারিদ্র্য বিমোচন সহ আথসামাজিক অবস্থায় পরিবতন করা সম্ভব। |

**মন্তব্য :** বিদ্যমান পদ্ধতিতে এই ধরনের সমবায় সমিতি গঠনে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর আগ্রহ,উৎসাহের অভাব লক্ষ্য করা যায়,কারন সমবায় সমিতি গঠনে সময়,শ্রম ও যাতায়াত খরচ বেশি হয়। অন্যদিকে এই ধরনের সমবায়ীদের প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ কম থাকে।

**উপসংহার:** কম সময়ে,কম শ্রমে ,কম খরচে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে সমিতি গঠন পূবক বিভিন্ন জিও, এনজিও এর সহযোগীতায় ক্ষুদ্র ঋণ প্রশিক্ষন সহ অন্যান্য সুযোগ ,সুবিধা প্রদানে সহায়তা করা।

**প্রকল্প বাস্তবায়নে অংশীজনে ভূমিকা:** প্রস্তাবিত উদ্যেগ/ আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর দোড় গোড়ায় কম সময়ে,কম খরচে ও কম যাতায়াতের মাধ্যমে সরকারি সেবা পৌছে দেয়া সম্ভবনা রয়েছে । যেখানে তাঁদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হবে। তাঁরা কর্মবিমুখ থেকে কর্মমূখর হয়ে উঠবে। তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।তাঁরা দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যগত নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন হতে বের হয়ে সমাজে মর্যাদার সাথে বাঁচতে শিখবে।

# আইডিয়া নং- ০৯

## বর্তমান অগ্রগতি প্রতিবেদন

১। প্রকল্পের নাম ( পাইলটিং,রেপ্লিকেটিং,এসপিএস ) : সমবায় ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ( www.coopmanagedev.com ) শীর্ষক একটি সফটওয়্যার এর মাধ্যমে সমবায়ীদের অনলাইন সেবা প্রদান। (রেপ্লিকেটিং)

২। বাস্তবায়নকারীর নাম,পদবী,কর্মস্থল ও ফোন নং : মো: আব্দুস সবুর, উপ-সহকারী নিবন্ধক ওজেলা সমবায় কর্মকর্তা (ভা:প্রা:), জেলা সমবায় কার্যালয়, নীলফামারী। ফোন : ০৫৫১-৬১৩৮১, মোবাইল : ০১৭১৬-৩৩৪৫৮০, ই-মেইল: sabur7864@gmail.com

৩। প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : সমবায় ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ( www.coopmanagedev.com ) শীর্ষক online

এই সফট্ওয়ারটির মাধ্যমে প্রতিটি সমিতির কার্যকরী কমিটির UPDATE মেয়াদ দেখা যাবে এবং ৯০ দিন র্পূবে কমিটির সভাপতি / সম্পাদক এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার মোবাইল ফোনে অটো মেসেজ পাঠানো যাবে। এছাড়া এ সফট্ওয়ার সমিতিগুলোর এ,জি,এম লভ্যাংশ বন্টন, অডিট সম্পাদন এবং অন্য যে কোন বিশেষ নোটিশ সমিতির সভাপতি/ সম্পাদক এর মোবাইল ফোনে যে কোন সময়ে তাৎক্ষনিক দেয়া যাবে। এ- সফট্ওয়ার এ নতুনভাবে সমিতিগুলোর ডাটা এন্ট্রি, যে কান ডাটা পরিবর্তন, সংশোধন ও মেসেজ প্রেরণ নিশ্চিত করা যে কোন সময়ে সম্ভব হবে। ২.কমিটির মেয়াদ ও এজিএম এবং অডিট সংক্রান্ত তিনটি standard মেসেজ ( পরিবর্তন যোগ্য ) এন্ট্রিসহ একটি সাধারণ মেসেজ বক্স থাকবে। ৩. অনলাইন পদ্ধতিতে (ক) সমিতির তালিকা ও (খ) কমিটির মেয়াদ,দেখা ও প্রিন্ট কপি নেয়া যাবে। মূলত: এটি ডিজিটাল নির্বাচনী ক্যালেন্ডার হিসেবে কাজ করবে। ৪. প্রত্যেকটি সমিতির কমিটির মেয়াদের দিন auto count down হতে থাকবে এবং ৯০ দিন পূর্বে সংশ্লিষ্ট সমিতির সভাপতি / সম্পাদক এবং অফিস কর্মকর্তার এন্ট্রি দেয়া তিনটি ফোন নম্বরে কমিটি পুনর্গঠন করার প্রস্তুতি গ্রহণের মেসেজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করবে। ৫. এই মেসেজ সমিতির সভাপতি / সম্পাদকের পাশাপাশি কর্মকর্তার ফোন নম্বরে যাওয়ার ফলে তিনি মোবাইল ফোনে কিংবা হার্ড কপি প্রেরণ করে পুনরায় ব্যবস্থাপনা কমিটিকে তাগাদা দিতে পারবেন। ৬.কমিটির মেয়াদ সংক্রান্ত মেসেজ পরবর্তী যে কোন সময়েও একাধিকবার প্রেরণ করা যেতে পারে। এ ছাড়া এজিএম,লভ্যাংশ বিতরণ ও অডিট সংক্রান্ত এমনকি অন্য যেকোন জরুরী মেসেজ সমিতির সভাপতি / সম্পাদক বরাবরে তাৎক্ষনিক প্রেরণ করা যাবে। ৭. মেয়াদ শেষ হওয়া সমিতিগুলোর ক্ষেত্রে কমিটির মেয়াদ Expired প্রদর্শনের ফলে ঐ সমিতিগুলোর অন্তর্বর্তী কমিটি গঠন সহ পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করে সমিতিগুলোকে সচল করা সম্ভব হবে।

৪।প্রকল্প গ্রহণের পেক্ষাপট : সমবায় সমিতিগুলোর পরিচালনার মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে এর ব্যবস্থাপনা কমিটি। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় ব্যবস্থাপনা কমিটি সঠিক সময়ে ও যথাযথ পদ্ধতিতে পুনগর্ঠন হয় না। উল্লেখ্য যে সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়া সংক্রান্ত বিদ্যমান পদ্ধতিতে কোন রিমাইনডার দেয়ার ব্যবস্থা না থাকায় অসচেতনভাবে কমিটির মেয়াদ উর্ত্তীন হয়ে যায় ফলে বৈধ কমিটি সমিতিতে না থাকায় সমিতির কার্যক্রমে অস্বচ্ছতার ফলে হতাশা দেখা যায়। এছাড়া সহজ পদ্ধতিতে মনিটরিং এর ব্যবস্থা না থাকায় যথা সময়ে এ,জি,এম ও লভ্যাংশ বিতরন হয় না, একইভাবে সহজ ও তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা না থাকায় অডিট সম্পাদনের ক্ষেত্রে নোটিশ প্রেরণসহ ইত্যাদি কাজে এবং প্রশিক্ষণ ও সাধারণ পত্র যোগাযোগে অধিক সময় ও সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহে বারবার যাতায়াতের ক্ষেত্রে অধিক অর্থ ব্যয় হওয়ায় এক সময়ে সমিতির সদস্যরা আগ্রহ হারিয়ে সমিতি অকার্যকর হয়ে পড়ে।

সমিতিগুলোর এ অবস্থা থেকে উত্তোরনের লক্ষে এবং অনলাইন ভিত্তিক সহজে সেবা প্রদান করে সমিতিগুলোকে হালনাগাদ বৈধ্য কমিটি গঠন, নিয়মিতভাবে বার্ষিক সাধারন সভা অনুষ্ঠান ও লভ্যাংশ বিতরণ, সহজে অডিট, প্রশিক্ষণ ও অন্য যে কোন জরুরি মেসেজ প্রদান করে সমিতির আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষে মুলত এ অনলাইন ভিত্তিক সেবা প্রদানের সফট্ওয়ারটি তৈরী করা হয়।

৫। প্রকল্প গ্রহণ পূর্ব বিদ্যমান সমস্যা : সহজ পদ্ধতিতে মনিটরিং ও রিমাইনডার এর ব্যবস্থা না থাকায় নির্ধারিত সময় ও যথাযথ পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপনাক কমিটি পুনর্গঠন হয় না। ফলে কমিটির মেয়াদ উর্ত্তীন হয়ে বৈধ কমিটি থাকে না, কমিটিতে শূন্যতা সৃষ্টি হয়, মামলা মোকদ্দমা সৃষ্টি হয়, সদস্যদের আস্থা কমে যায় ফলে সমিতি অকার্যকর হয়ে পড়ে। একইভাবে সহজ পদ্ধতিতে মনিটরিং এর ব্যবস্থা না থাকায় যথা সময়ে এ,জি,এম ও লভ্যাংশ বিতরন হয় না এবং অডিট সম্পাদনের ক্ষেত্রে নোটিশ প্রেরণসহ ইত্যাদি কাজে এবং প্রশিক্ষণ ও সাধারণ পত্র যোগাযোগে অধিক সময় ও সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহে বারবার যাতায়াতের ক্ষেত্রে অধিক অর্থ ব্যয় হওয়ায় এক সময়ে সমিতির সদস্যদের আস্থা কমে গিয়ে সমিতি অকার্যকর হয়ে পড়ে।

৬। প্রকল্প গৃহীত সমাধান :নির্মিত সফটওয়ারে এডমিন সাইট হতে অনলাইনে সমিতিগুলোর ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ডাটা যেমন (ক) সমিতির নাম, ঠিকানা, রেজি নং ও তারিখ (খ) সর্বশেষ নির্বাচন / নতুন সমিতি নিবন্ধন / অন্তর্বর্তী কমিটি গঠনের তারিখ (গ) কমিটির মেয়াদ (ঘ) সর্বশেষ বার্ষিক সাধারন সভার বছর ও তারিখ (ঙ) সর্বশেষ অডিট বছর ও তারিখ (চ) অফিস কর্মকর্তা ও সমিতির সভাপতি / সম্পাদকের মোবাইল নম্বর এন্ট্রি দেয়া থাকবে। কমিটির মেয়াদ ও এ.জি.এম ও অডিট সংক্রান্ত তিনটি Standard ম্যাসেজ (পরিবর্তন যোগ্য) এন্ট্রিসহ একটি সাধারন ম্যাসেজ বক্স থাকবে। অনলাইন পদ্ধতিতে (।) সমিতির তালিকা ও (।।) কমিটির মেয়াদ, দেখা ও প্রিন্ট কপি নেয়া যাবে। মূলত: এটি ডিজিটাল নির্বাচনী ক্যালেন্ডার হিসেবেও কাজ করবে। প্রত্যেক সমিতির কমিটির মেয়াদের দিন Auto count down হতে থাকবে এবং ৯০ দিন পূর্বে সংশ্লিষ্ট সমিতির সভাপতি / সম্পাদক এবং অফিস কর্মকর্তার এন্ট্রি দেয়া তিনটি) ফোন নম্বরে কমিটি পূনর্গঠন করার প্রস্তুতি গ্রহণের ম্যাসেজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে যাচ্ছে। এই ম্যাসেজ সমিতির সভাপতি/সম্পাদকের পাশাপাশি কর্মকর্তার ফোন নম্বরে যাওয়ার ফলে তিনি মোবাইল ফোনে কিংবা হার্ড কপি প্রেরণ করে পুনরায় ব্যবস্থাপনা কমিটিকে তাগাদা দেয়া হচ্ছে। কমিটির মেয়াদ সংক্রান্ত ম্যাসেজ পরবর্তী যে কোন সময়েও একাধিকবার প্রেরণ করা যায়। এ-ছাড়া এ.জি.এম, লভ্যাংশ বিতরন ও অডিট সংক্রান্ত এমনকি অন্য যে কোন জরুরী ম্যাসেজ সমিতির সভাপতি/ সম্পাদক বরাবরে তাৎক্ষনিক প্রেরণ করা হচ্ছে। মেয়াদ শেষ হওয়া সমিতিগুলির ক্ষেত্রে কমিটির মেয়াদ Expried প্রদর্শনের ফলে ঐ সমিতিগুলির অন্তর্বর্তী কমিটি গঠন সহ পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করে সমিতিগুলিকে সচল করা সম্ভব হবে। সফট্ওয়ারটি যেকোন স্মার্ট ফোনে ব্যবহার উপযোগী হওয়ায় মূল এডমিন (জেলা সমবায় অফিসার) ও সহযোগী এডমিন (উপজেলা সমবায়

অফিসার) যে কোন স্থান থেকেই অতি সহজেই অল্প সময়ের মধ্যেই জেলার বা উপজেলার সমবায় সমিতিগুলির সর্বশেষ অবস্থা দেখে তাৎক্ষনিকভাবে সমিতির সাথে মোবাইল ফোনে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ও দিক নির্দেশনা প্রদান করছেন।

৭। প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা : পাইলটিংকৃত দিনাজপুর সদর উপজেলাসহ নীলফামারী জেলার সকল উপজেলায়।

৮। প্রকল্প উপকারভোগী : দিনাজপুর সদর উপজেলা ও নীলফামারী জেলার সকল সমবায় সমিতির সদস্যবৃন্দ।

৯। প্রকল্পের আওতাভুক্ত সদস্য সংখ্যা : বর্তমানে ৪৪৬০০ জন।

১০। প্রকল্পের গৃহীত সমাধানের ফলে অর্জিত ফলাফল :

প্রত্যাশিত ফলাফল (T C V এর আলোকে )

| বিবরণ | সময়( T) | খরচ( C) | যাতায়াত( V) | মান (Q) |
|---|---|---|---|---|
| নির্বাচন | ০ দিন | ২/- | ০ বার | High |
| অন্তর্বর্তী কমিটি গঠন | ০ দিন | ২/- | ০ বার | High |
| এজিএম | ০ দিন | ২/- | ০ বার | High |
| অডিট | ০ দিন | ২/- | ০ বার | High |
| অন্যান্য | ০ দিন | ২/- | ০ বার | High |

অর্জিত ফলাফল

| বিবরণ | সময়( T) | খরচ( C) | যাতায়াত ( V) | মান (Q) |
|---|---|---|---|---|
| নির্বাচন | ০ দিন | ২/- | ০ বার | High |
| অন্তর্বর্তী কমিটি গঠন | ০ দিন | ২/- | ০ বার | High |
| এজিএম | ০ দিন | ২/- | ০ বার | High |
| অডিট | ০ দিন | ২/- | ০ বার | High |
| অন্যান্য | ০ দিন | ২/- | ০ বার | High |

অনেক উদ্যোগ এর সুফল টিসিভি দিয়ে বুঝানো যাবে না অথবা টিসিভিতে পরিবর্তন ছাড়াও অন্যান্য দৃশ্যমান সুবিধা থাকতে পারে। এসব কিছুর বিবরণ এখানে লিখতে হবে। সমিতির কমিটি পুনর্গঠনসহ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে সার্বিক যোগাযোগ এর ক্ষেত্রে এ সফটওয়্যারটি একটি কার্যকর ভুমিকা পালন করবে বলে বলে আমার বিশ্বাস। কম্পিউটার ও ল্যাপটপ ছাড়াও শুধুমাত্র স্মার্ট ফোনে ডাটা এন্ট্রিসহ সকল প্রক্রিয়া এ সফট্ওয়্যারটিতে করা সম্ভব। কমিটির মেয়াদ সংক্রান্ত ম্যাসেজ পরবর্তী যে কোন সময়েও একাধিকবার প্রেরণ করা যেতে পারে। এ-ছাড়া এ.জি.এম, লভ্যাংশ বিতরন ও অডিট সংক্রান্ত এমনকি অন্য যে কোন জরুরী ম্যাসেজ সমিতির সভাপতি/ সম্পাদক বরাবরে তাৎক্ষনিক প্রেরণ করা যাবে।

১১। প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহ / অর্থের উৎসঃ বর্তমানে ব্যক্তিগত উদ্যেগে অর্থ সংগ্রহ পূর্বক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
নিম্নে প্রকল্পটি পুরোপুরি বাস্তবায়নে ব্যয়ের একটি বিবরণ ও আয়ের উৎস প্রদান করা হ'ল।

| প্রয়োজনীয় সম্পদ | | | কোথা হতে পাওয়া যাবে? |
|---|---|---|---|
| খাত | বিবরণ | প্রয়োজনীয় অর্থ | - |
| জনবল | বিদ্যমান | - | - |
| বস্তুগত | সফটওয়্যার তৈরী, ম্যাসেজ বান্ডিল ক্রয় ইত্যাদি | ১,০০,০০০.০০ | সমবায় অধিদপ্তর/এটুআই/উপজেলা পরিষদ |
| অন্যান্য | সমিতি পর্যায়ে প্রচার ও অবহিত করণ | ১৫০,০০০.০০ | সমবায় অধিদপ্তর/এটুআই/উপজেলা পরিষদ |
| প্রয়োজনীয় মোট অর্থ | | ২৫০,০০০.০০ | |

১২। প্রকল্প বাস্তবায়নে কি ধরণের ঝুঁকি / চ্যালেঞ্জ ছিল ও কিভাবে তা সমাধান করা হয়েছেঃ একজন নির্ভরযোগ্য ও সমবায় সমিতির কাজ সম্পর্কে সম্যক ধারনা লাভে আগ্রহী ফ্রি ল্যান্সার কে খুজে বের করা একটি চ্যালেঞ্জ ছিল।এ-ক্ষেত্রে a2iএর প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান হতে একজন ইনোভেটর হওয়ার আখাংকা থেকে একজন বিশ্বস্ত ও নির্ভযোগ্য ফ্রি ল্যান্সার জনাব মোঃ নাসিম এর খোঁজ পাই। তাঁকে সফটওয়্যার তৈরীর বিষয়ে প্রস্তাব দিলে তিনি রাজী হন। এবং দীর্ঘ প্রায় ৩/৪ মাস যাবত ''সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন'' এর গৃহীত আইডিয়াটি সম্পর্কে ব্যাপক ধারনা শেয়ার এর মাধ্যমে সমবায় সমিতির সদস্যগনের কাঙ্খিত সেবা প্রদানের এ সফটওয়্যারটি তৈরী করা সম্ভব হয়।

১৩। টেকসইকরণ (প্রকল্প দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই হতে পারে কি? কিভাবে সেটা সম্ভব? এ বিষয়ে বাস্তবায়নকারীর সুপারিশঃ প্রকল্পটি পুরাপুরি ভাবে আমার সার্ভিস রিলেটেড। যেহেতু সমবায় কর্মকর্তাগনের কাজের অথবা সমবায় সমিতি গুলোকে মনিটরিং/ সেবা প্রদানের মুল উপাদান যেমন- (ক) নিয়মিত ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে সমিতি পরিচালনা,(খ) নিয়মিত এজিএম ও লভ্যাংশ বন্টন,(গ) হালনাগাদ অডিট সম্পাদন, প্রশিক্ষন সহ অন্যান্য গুরুত্বপুর্ন কাজ সম্পাদন এর সবক'টি উপাদানই এ সফটওয়্যার-এ রয়েছে, আর সে কারনেই সফটওয়্যারটির মাধ্যমে সমিতির কাজ মনিটরিং করাও অতি সহজ হয়েছে,কাজেই প্রকল্পটি টেকসই হওয়া সম্ভব।

১৪। প্রকল্প থেকে শিক্ষনীয় বিষয়ঃ সমবায়ীদের ডিজিটাল সেবা প্রদানের মাধ্যমে সমিতিগুলোর আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ঘটিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে অংশীদার হতে পারা গর্ভের বিষয়।

১৫।বৃহত্তব মাত্রায় বাস্তবায়ন যোগ্যতা ( প্রকল্পটি কি সারাদেশে বাস্তবায়নযোগ্য, যদি বাস্তবায়নযোগ্য হয় তাহলে কিভাবে ? ) অনলাইনে সেবা প্রদান / মনিটরিং এর বিষয়ক প্রকল্পটি সমবায় অধিদপ্তরের মূল সার্ভার ব্যবহার করে সারাদেশে নিম্ন ক্রমভাবে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

→ নিবন্ধক ও মহাপরিচালক
সমবায় অধিদপ্তর,ঢাকা
(মূল এডমিন)।
⇩
বিভাগীয় যুগ্ম নিবন্ধক
(সাব এডমিন)
⇩
জেলা সমবায় অফিসার
(dco এডমিন)।

উপজেলা সমবায় অফিসার
(uco এডমিন)।

মন্তব্যঃ ইতোমধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে উপজেলা সমবায় অফিসারগণ এ সফটওয়ার ব্যবহার করে যথেষ্ট উপযোগিতা পেয়েছে। একইভাবে সম্মানিত মেন্টর যুগ্ম-নিবন্ধক মহোদয় এ সফটওয়ার ব্যবহারের গুরুত্ব উপলব্ধি করে তার দপ্তরে ও কেন্দ্রীয় সমিতিগুলোকে এর আওতায় আনার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। এরপরে বৃহৎ পরিসরে এটিবে ব্যবহার করা গেলে সমবায় অধিদপ্তরের সেবা প্রদান বহুলাংশে সহজ হবে।

উপসংহারঃ সমবায় ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ( www.coopmanagedev.com ) সফটওয়ারটি সমবায় অধিদপ্তরের মূল সার্ভারের সাথে সংযুক্ত করে দেশব্যাপী রেপ্লিকেটিং করার জন্য সদাশয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

প্রকল্প বাস্তবায়নে অংশীজনে ভূমিকা : এ প্রকল্পের অংশীজন হচ্ছে সমবায় সমিতির সদস্য,উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা সহ,সহ:পরিদর্শক গণ,মেন্টর যুগ্ম-নিবন্ধক স্যার এবং সর্বপরী সমবায় অধিদপ্তরের মাননীয় নিবন্ধক ও মহাপরিচালক মহোদয়। ইতোমধ্যে প্রকল্প এলাকার উপজেলা সমবায় কর্মকর্তাগণকে সফটওয়ারটি ব্যবহারের সম্মুখ ধারণা প্রদান করা হয়েছে। সীমিত আকারে সমবায়ীগণের মাঝেও প্রচার – প্রকাশনা চালানো হচ্ছে। তবে সমবায়ীদের মধ্যে আরও ব্যাপকতর প্রচার আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত/-
যুগ্ম নিবন্ধক
বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়
রংপুর বিভাগ, রংপুর।